কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নবপ্রবর্তিত NEP পাঠক্রম অনুসরণে রচিত
স্নাতক শ্রেণীর প্রথম সেমেস্টারের ছাত্রছাত্রীদের জন্য রচিত।

পাশ্চাত্য দর্শনের প্রাথমিক বিশ্লেষণ

NEP BA MAJOR MINOR

অধ্যাপক সমরেন্দ্র ভট্টাচার্য

এম. এ. (দর্শন ও মনোবিদ্যা), পি-এইচ্.ডি. (কলি. বি.)
প্রাক্তন বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক, আশুতোষ কলেজ, কলকাতা;
'পাশ্চাত্য দর্শন', 'পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস (দুটি খণ্ড)', 'পাশ্চাত্য যুক্তিবিজ্ঞান',
'মনোবিদ্যা', 'সমাজদর্শন ও রাষ্ট্রদর্শন', 'দার্শনিক বিশ্লেষণের ভূমিকা',
'সাম্মানিক নীতিবিদ্যা' প্রভৃতি গ্রন্থের প্রণেতা।

অধ্যাপক শিশির রঞ্জন ভট্টাচার্য

এম. এ. (দর্শন)
প্রাক্তন বিভাগীয় প্রধান, সিটি কলেজ, কলকাতা

প্রথম প্রকাশ : 2023

বুক সিন্ডিকেট প্রাইভেট লিমিটেড
www.booksyndicate.in

প্রকাশক :
বিপ্লব ভাওয়াল
বুক সিন্ডিকেট প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে
35 কলেজ স্ট্রিট, কলকাতা 700073
booksyndicate.35@gmail.com
☎ 033-2241 0275

© প্রকাশক

প্রথম প্রকাশ : 2023

সম্পাদনা : দীপা বিশ্বাস, এম.এ.
গ্রন্থনা : শ্যামল কুমার নন্দী

মূল্য : দুইশত পঁচানব্বই টাকা মাত্র
₹ 295

PCC 1 3138 02

ISBN 978-93-87706-45-3

মুদ্রাকর :
মুদ্রণ ভারতী
26 মধুসূদন ব্যানার্জি রোড
কলকাতা 700049

১

দর্শনের সংজ্ঞা, স্বরূপ, পরিধি ও মুখ্যবিভাগ

Definition, Nature, Scope and Main Branches of Philosophy

১.১ 'Philosophy' শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ
Etymological Meaning of the Word 'Philosophy'

ইংরেজি Philosophy-শব্দটির উৎপত্তির মূলে হল দুটি গ্রিক শব্দ— 'Philos' এবং 'Sophia'। 'Philos'-এর অর্থ হল 'অনুরাগ' আর 'Sophia'-এর অর্থ হল 'জ্ঞান'। কাজেই, ইংরেজি 'Philosophy' শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হল, 'জ্ঞানের প্রতি অনুরাগ' এবং Philosopher শব্দটির অর্থ হল 'জ্ঞানের প্রতি অনুরাগী ব্যক্তি' বা 'জ্ঞানানুরাগী'।

১.১.১ দর্শন কী? ■ What is Philosophy?

'দর্শন কী'— এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর দেওয়া সম্ভব নয়। দর্শনের পরিধি এমনই ব্যাপক যে কোনো একটি নির্দিষ্ট বিষয়ের উল্লেখ করে 'দর্শন কী' এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া যায় না। খণ্ডিত বিজ্ঞানসমূহের বিশেষ বিশেষ আলোচ্য বিষয়ের উল্লেখ করে তাদের প্রত্যেকটির পরিচয় দেওয়া সম্ভব। যেমন, 'পদার্থবিজ্ঞান কী?'— 'যা জড়পদার্থের স্বরূপ ও শক্তি নিয়ে আলোচনা করে'। 'জীবনবিজ্ঞান কী?'— উত্তর হল, 'যা জীবনের উৎপত্তি ও স্বরূপ নিয়ে আলোচনা করে'। 'মনোবিজ্ঞান কী ?'— বলা চলে, 'যা মনের স্বরূপ ও বিকাশ নিয়ে আলোচনা করে' ইত্যাদি। কিন্তু দর্শনের ক্ষেত্রে এমন সহজ উত্তর সম্ভব নয়, কেননা দর্শন খণ্ডিত জগতের খণ্ডিত আলোচনা নয়; দর্শন হল জগতের সামগ্রিক আলোচনা— জড়-অজড়, অচেতন-চেতন— সমগ্র জগতের সামগ্রিক আলোচনা। দর্শন হল সত্যের অনুসন্ধান, যে সত্য জগতের কোনো একটি খণ্ডাংশে নিহিত নেই; তা আছে সমগ্র জগতে ও জীবনে পরিব্যাপ্ত হয়ে।

১.১.২ দর্শন কেন? ■ Why Philosophy?

মানুষের স্বাতন্ত্র্য তার বিচার-বুদ্ধিতে, অদম্য কৌতূহল বৃত্তিতে। মানুষ কোনোদিন তার সংকীর্ণ অভিজ্ঞতার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে পারেনি। মানুষের জীবন ইতর প্রাণীর সংকীর্ণ লক্ষ্যপথের সোজা রাস্তা ধরে অগ্রসর না হয়ে বহু বিচিত্র পথে অগ্রসর হয়েছে। মানুষ তাকেই জানতে চেয়েছে, যার পরিচয় তার কাছে আজও অসম্পূর্ণ। এই অজানাকে জানার কৌতূহলই হল মানুষের জ্ঞান, বিজ্ঞান ও দর্শনের ভিত্তিভূমি।

১.১.৩ দর্শনের উৎপত্তি সম্পর্কে কয়েকটি মুখ্য অভিমত
Some Important Views about the Origin of Philosophy

কবে এবং কীভাবে দর্শনচিন্তার সূত্রপাত হয়েছে, সে-বিষয়ে সঠিক কোনো অভিমতের উল্লেখ করা যায় না। এই বিষয়টিকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন কালে বিভিন্ন চিন্তাশীল ব্যক্তি ভিন্ন ভিন্ন অভিমত প্রকাশ করেছেন। উল্লেখযোগ্য কয়েকটি অভিমতের উল্লেখ ও বিচার করা হল।

(ক) সক্রেটিস বলেন : জ্ঞানের প্রতি অনুরাগ হল দর্শন-চিন্তার উৎস

Socrates : Love for knowledge is the source of Philosophy

প্রাচীন গ্রিসে জ্ঞানের প্রতি অনুরাগ থেকেই Philosophy বা দর্শনের উৎপত্তি হয়। তত্ত্ব-জিজ্ঞাসাই দর্শন। দর্শন, তত্ত্ব সম্পর্কে সেইসব বৃহৎ ও মৌল প্রশ্ন উত্থাপন করে আজও যাদের উত্তর মেলেনি। জ্ঞানান্বেষী ব্যক্তি ওই সব বৃহৎ ও গূঢ় প্রশ্নকে উপেক্ষা করতে পারেন না, কেননা 'জ্ঞানান্বেষণের' প্রতি তাঁর আগ্রহ বেশি। তাঁর কাছে 'জ্ঞানলাভ' অপেক্ষা 'জ্ঞানের অন্বেষণই' মুখ্য বিষয়।

◎ **মন্তব্য :** 'জ্ঞানের প্রতি অনুরাগ' কথাটি স্পষ্টার্থক নয় বলে অভিমতটিকে পুরোপুরি গ্রহণ করা যায় না। বিজ্ঞানীও জ্ঞানানুরাগী, যদিও বিজ্ঞানী দার্শনিক নন, বিজ্ঞানও দর্শন নয়। 'জ্ঞানের প্রতি অনুরাগের' পরিবর্তে 'অখণ্ডজ্ঞানের প্রতি অনুরাগকে' দর্শনের উৎসমূলরূপে গণ্য করাই সমীচীন। অখণ্ড জ্ঞানই দার্শনিকের লক্ষ্য। খণ্ডিত, অবভাসিক জ্ঞানেই বিজ্ঞানী তৃপ্ত।

(খ) প্লেটো বলেন : বিস্ময় হল দর্শনের জনক অর্থাৎ বিস্ময় থেকেই দর্শনের উৎপত্তি

Plato : Wonder is the parent of Philosophy

প্রকৃতির অনন্ত বৈচিত্র্যে আদিম মানুষ বিস্ময়ে অভিভূত হয়েছে। প্রকৃতির লীলা-বৈচিত্র্যে মানুষ বিস্মিত না হয়ে পারেনি এবং সেই বিস্ময়বোধ থেকেই ধীরে ধীরে জন্ম নিয়েছে প্রকৃতিকে জানবার আকাঙ্ক্ষা, প্রকৃতির মর্মোদ্‌ঘাটনের বাসনা, অর্থাৎ সত্য বা তত্ত্ব অনুসন্ধানের ব্যাকুল স্পৃহা। প্রাচীন গ্রিক দার্শনিক প্লেটো (Plato) তাই বলেন যে, বিস্ময়ই হল দর্শনের উৎস।

◎ **মন্তব্য :** বিস্ময়কে দর্শন-চিন্তার একটি প্রেরণারূপে স্বীকার করা গেলেও তাকে দর্শনের একমাত্র উৎসরূপে গণ্য করা যায় না। বিস্ময় হল মানবমনের আবেগের দিক, তত্ত্ব-চিন্তায় যা প্রাধান্য পায় না।

(গ) দেকার্ত : সংশয় হল দর্শন-চিন্তার উৎস

Descartes : Philosophy originated out of doubt

বিচারশীল মানুষ নির্বিচারে কোনো কিছু মেনে নিতে চায় না—বুদ্ধি-বিচার-বিশ্লেষণের কষ্ঠিপাথরে প্রচলিত বিশ্বাসের সত্যাসত্য যাচাই ক'রে তাদের গ্রহণ অথবা বর্জন করতে চায়। 'বুদ্ধি-বিচার-বিশ্লেষণের সাহায্যে যাচাই করা' বলতে বোঝায় 'সংশয় করা'। এই প্রকার সংশয়ের মাধ্যমেই মানুষ এযাবৎ নির্ভরযোগ্য জ্ঞানে উপনীত হতে চেয়েছে এবং এইরকম সংশয়ের মধ্য দিয়েই আধুনিক পাশ্চাত্য দর্শনের উৎপত্তি হয়েছে। সংশয়াতীত জ্ঞানে উপনীত হওয়ার জন্য আধুনিক যুগের ফরাসি দার্শনিক দেকার্ত (Descartes) সংশয়কে (অর্থাৎ বুদ্ধি-বিচার-বিশ্লেষণকে) পদ্ধতিরূপে গ্রহণ করেন। অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান প্রায়শই ভ্রান্ত হয়; বুদ্ধিলব্ধ জ্ঞানও কখনও কখনও আমাদের ছলনা করে। কাজেই, দেকার্তের অভিমত হল, আমাদের জ্ঞান-ভাণ্ডারের সমস্ত জ্ঞানই সংশয়জনক। নিঃসন্দেহে সন্দেহবোধ দার্শনিক চিন্তার সহায়ক।

◎ **মন্তব্য :** দর্শন-চিন্তার ক্ষেত্রে সংশয় প্রয়োজনীয় হলেও সেই সংশয় যেন লক্ষ্যহীন না হয়। সংশয়ের জন্যই যে সংশয় তা নিষ্ফলা ও বন্ধ্যা—এই ধরনের সংশয়কে দর্শন-চিন্তার উৎসরূপে গণ্য করা যায় না। সত্য বা সত্তাকে জানার উদ্দেশে মানুষের যে সংশয়, কেবল তাকেই দর্শন-চিন্তার উৎসরূপে গণ্য করা যেতে পারে। দেকার্ত সার্বিক সংশয় দিয়ে শুরু করলেও সংশয়াতীত জ্ঞানে উপনীত হয়েছেন। অতএব দেকার্তের দর্শন সংশয়বাদে শুরু হলেও সংশয়বাদে শেষ নয়।

(ঘ) ডিউই : প্রয়োজনবোধ হল দর্শন-চিন্তার উৎস

Dewey : Pragmatic thought is the source of Philosophy

সাম্প্রতিককালে, বিশেষ করে আমেরিকায়, প্রয়োজনবোধ থেকে এক বিশেষ ধরনের দর্শন-চিন্তার উদ্ভব হয়েছে। মার্কিন দার্শনিক পার্স (C.S.S. Peirce), উইলিয়ম জেমস (W. James), জন ডিউই (J.Dewey) প্রমুখ দার্শনিকের অভিমত 'প্রয়োগবাদ' (pragmatism) নামে পরিচিত। এঁদের মতে, জীবনবোধ থেকেই দর্শন-চিন্তার উৎপত্তি। জীবনকে অস্বীকার করে যে দর্শন-চিন্তা তা কেবল চিন্তার বিলাসিতা মাত্র, জীবনের সঙ্গে যার কোনো যোগ নেই।

◎ **মন্তব্য :** দর্শনের উৎপত্তি সম্পর্কে প্রয়োগবাদীদের অভিমত পুরোপুরি গ্রহণযোগ্য নয়। দর্শনকে জীবনের প্রয়োজন-সাধকরূপে গণ্য করলে বিজ্ঞানের সঙ্গে দর্শনের কোনো প্রভেদ থাকে না। আসলে, প্রয়োগবাদীরা 'সত্য'কে 'ব্যাবহারিক সত্যের' সঙ্গে অভিন্ন কল্পনা করে এক বিভ্রান্তির সৃষ্টি করেছেন।

১.১.৪ দর্শনের সংজ্ঞা ■ Definition of Philosophy

প্রাচীনকাল থেকে অদ্যাবধি বিভিন্ন দার্শনিক নানাভাবে দর্শনের সংজ্ঞা দিয়েছেন।

যেমন, দর্শন হল :

১। সক্রেটিস (*Socrates*) : *সার-সত্তার জ্ঞানান্বেষণ।*

২। প্লেটো (*Plato*) : *বস্তুর স্বরূপ-সন্ধান।*

৩। অ্যারিস্টটল (*Aristotle*) : *সব কিছুর অন্তরালবর্তী স্বনির্ভর সাধারণ সত্তার স্বরূপ-উদ্‌ঘাটন।*

৪। দেকার্ত (*Descartes*) : *সংশয়াতীত জ্ঞানের অন্বেষণ।*

৫। হার্বার্ট স্পেনসার (*Herbert Spencer*) : *বিভিন্ন বিজ্ঞানের সমন্বয়।*

৬। ইমানুয়েল কান্ট (*Immanual Kant*) : *জ্ঞান-সম্পর্কিত বিজ্ঞান এবং তার সমালোচনা।*

৭। বার্ট্রান্ড রাসেল (*Bertrand Russell*) : *বিজ্ঞানের মূল প্রত্যয়গুলির বিচার বিশ্লেষণ।*

৮। এ.জে. এয়ার (*A. J. Ayer*) : *ভাষা-বিশ্লেষণের মাধ্যমে বাক্যের সঠিক অর্থ নির্ধারণ।*

এদের প্রত্যেকটি আংশিক গ্রহণযোগ্য হলেও সম্পূর্ণ গ্রহণযোগ্য নয়। এর কারণ, দর্শন হল জগৎ ও জীবন সম্পর্কে সামগ্রিক আলোচনা, দর্শন হল সত্যের অনুসন্ধান। দর্শনের সংজ্ঞাতে সত্তাবিদ্যা (Ontology), অবভাস বিজ্ঞান (Phenonenology) জ্ঞানবিদ্যা (Epistemology) মানবিদ্যা (Axiology) অর্থাৎ দর্শনের সমস্যা, দৃষ্টিভঙ্গী, পদ্ধতি, দর্শনের কাজের উল্লেখ থাকা দরকার। কেবল তাহলে দর্শনের প্রকৃতি বা স্বরূপ জানা যায়।

১.১.৫ দর্শনের স্বরূপ ■ Nature of Philosophy

দর্শনের নির্দিষ্ট সংজ্ঞা নেই। তাই দর্শনের স্বরূপও নির্দিষ্ট নয়। এই অসুবিধা থাকা সত্ত্বেও বলা যায় : **'দর্শন হল সেই শাস্ত্র যা যুক্তিসম্মতভাবে আমাদের জগৎ, জীবন ও অভিজ্ঞতার সামগ্রিক ব্যাখ্যা ও মূল্যায়ন করে।'** স্বরূপত দর্শন হল জীবন জিজ্ঞাসা ও তার অন্তহীন অনুসন্ধান।

মানুষের চিরন্তন প্রশ্ন হল— দেশকালের যে জগতে আমরা বাস করি সেই জগৎ কি সত্য, অথবা অন্তর্নিহিত কোনো সত্তার অবভাসমাত্র? জগতের কি কোনো উদ্দেশ্য আছে, অথবা তা যান্ত্রিক নিয়মে চলে? এই জগতে মানুষের স্থান কোথায় এবং কতটা। মানুষের জীবনের যে ভালো-মন্দ, ন্যায়-অন্যায় বোধ, সেসব কি মানুষের কল্পনাপ্রসূত অথবা তাদের কোনো বাস্তব ভিত্তি আছে? 'আমি' কি এবং কে? 'আমি' কি কেবল কতকগুলি মানসিক অবস্থার সমষ্টিমাত্র অথবা অতিরিক্ত আরও কিছু? দেহের বিনাশে 'আমার' (অর্থাৎ আত্মার) কি বিনাশ হয়? 'ঈশ্বর' বলে কিছু আছে কি? থাকলে তার স্বরূপ কী?— এইসব জানার অদম্য কৌতূহল মানুষের স্বভাবধর্ম এবং এইসব বৃহৎ প্রশ্নকে নিয়েই হল মানুষের দর্শন—জগৎ ও জীবন-জিজ্ঞাসা।

সাধারণ মানুষ দার্শনিক-জিজ্ঞাসার নিরসনে নিরন্তর অনুসন্ধানে ব্যাপ্ত থাকে। এই অনুসন্ধানে বিভিন্ন পর্বে নানা ভুল-ভ্রান্তি, অসঙ্গতি, উদ্‌ভট বিচার ও নির্বিচারী সিদ্ধান্ত থাকতে পারে। সাধারণ মানুষ জীবন ও জগৎ সম্বন্ধে এমন অনেক ধারণা পোষণ করেন যেখানে এক ধারণার সঙ্গে অন্য ধারণার সঙ্গতি থাকে না। দর্শনের কাজ হল সাধারণ মানুষের ধারণার মধ্যে অসঙ্গতি নির্দেশ করে জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ও সুসংবদ্ধ জ্ঞান দান করা।

১.১.৬ দর্শনের উপযোগিতা ■ Value of Philosophy

অনেকে দর্শনের উপযোগিতা বা মূল্য সম্পর্কে সংশয় প্রকাশ করে বলেন—

১। দর্শন আমাদের জাগতিক সুখ-সম্পদ দেয় না।

২। সাধারণ মানুষের জীবনে দর্শনের কোনো প্রভাব নেই।

কাজেই, দর্শন-পাঠ বা দর্শন-আলোচনা অসার, মূল্যহীন।

দর্শনের বিরুদ্ধে এসব অভিযোগ ভিত্তিহীন।

প্রথম অভিযোগটির উত্তরে বলা যায়— মানুষের জীবনে সুখ-সম্পদ কাম্য হলেও তা একমাত্র কাম্যবস্তু নয়। ইতর প্রাণী দৈহিক সুখ-সম্ভোগে তৃপ্ত হতে পারে, কিন্তু মানুষ আরও কিছু চায়। তত্ত্বজ্ঞানে বা সত্যজ্ঞানে আমাদের অন্তর চরিতার্থ হয়, মনের ক্ষুধা আহার্য পায়। রাসেল (Russell) বলেন,—'আত্মিক সুখের যদি মূল্য থাকে, তবে দর্শন-আলোচনাকে মূল্যবান বলতে হয়।'

দর্শনের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় আপত্তিটিও যথার্থ নয়। সাধারণ লোকের জীবনে দর্শনের প্রভাব বিজ্ঞানের মতো প্রত্যক্ষ করা না গেলেও, তার পরোক্ষ প্রভাব অস্বীকার করা যায় না। সমাজকল্যাণের স্বরূপ সম্পর্কে চিরকাল দার্শনিকরাই আলোকপাত করেছেন এবং সেভাবেই সমাজকল্যাণকে লাভ করার প্রচেষ্টা হয়েছে। একথা নিঃসংশয়ে বলা চলে, কল্যাণকর রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মূলে হল শুভ দর্শন (good philosophy)।

দর্শনের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য দিক হল—দর্শন আমাদের মনকে অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কার থেকে মুক্ত করে। দর্শনই আমাদের ধারণা ও বিশ্বাসকে যুক্তি ও বিচার-বিশ্লেষণের কষ্টিপাথরে পরীক্ষা করে গ্রহণ অথবা বর্জন করতে শিক্ষা দেয়। দার্শনিক মনোবৃত্তি হল বিশেষভাবে বিচারমূলক মনোবৃত্তি। দর্শন কোনো কিছুকে নির্বিচারে গ্রহণ অথবা বর্জন করে না। দার্শনিকের মনে কোনো অন্ধ সংস্কার বা পূর্ব-ধারণা থাকে না। ক্ষুদ্র আত্মস্বার্থ পরিত্যাগ করে খোলা মনে দার্শনিক সত্যের অন্বেষণ করেন, জ্ঞানান্বেষণ করেন। এইরূপ মুক্তদৃষ্টি বা সাম্যদৃষ্টি লাভ করলেই জগতে কল্যাণের প্রতিষ্ঠা হতে পারে—

তাই বলতে হয় যে, "দর্শন আমাদের জীবনে আকস্মিক বা অলৌকিক কিছু নয়। দর্শন হচ্ছে অনিবার্য ও স্বাভাবিক।" (Perry)।

১.১.৭ দর্শনের পরিধি বা আলোচ্য বিষয় ■ The Scope or Subject-matter of Philosophy

জগৎ ও জীবনের যুক্তিসম্মত সামগ্রিক ও সুসংবদ্ধ আলোচনাকে 'দর্শন' রূপে গণ্য করলে মানতে হয় যে, মানব-অভিজ্ঞতার এমন কোনো দিকের উল্লেখ করা যায় না যা দর্শনের অন্তর্ভুক্ত নয়। দার্শনিক কেয়ার্ড (Caird)-এর অভিমত অনুসরণ করে বলা যায়, "মানব-অভিজ্ঞতার এমন কোনো দিগন্ত নেই, বিশ্বসত্তার এমন কোনো বিষয়বস্তু নেই, যা দর্শনের আলোচনার অন্তর্ভুক্ত নয়।" আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা কেয়ার্ডের সমর্থনে এই যুক্তিগুলি দিতে পারি।

প্রথমত, দর্শন জগৎ ও জীবনের সামগ্রিক আলোচনা। তবে, 'সামগ্রিক আলোচনা' বলতে 'জগৎ ও জীবনের প্রতিটি বিষয়ের পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা'কে বোঝানো হয় না। এ-কাজ বিজ্ঞানের, দর্শনের নয়। বিজ্ঞান জগতের বিশেষ বিশেষ বস্তু ও ঘটনাকে নিবিষ্টভাবে পরীক্ষানিরীক্ষা ক'রে এক বা একাধিক সার্বিক নিয়ম আবিষ্কার করে। দর্শন কেবল বিভিন্ন বিজ্ঞানের সার্বিক নিয়মগুলির বিচার-বিশ্লেষণ ক'রে তাদের সত্যাসত্য নির্ণয় করতে চায় এবং বিভিন্ন বিজ্ঞানের আপাত-বিরোধী নিয়মগুলির মধ্যে সামঞ্জস্যবিধান ক'রে বিশ্ব-ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হয়। এই অর্থে, দর্শন জগৎ ও জীবনের সামগ্রিক আলোচনা। দর্শনের যে দিকটি এই প্রকারে সমগ্র জড়জগৎ, জীবজগৎ ও মনোজগৎ নিয়ে আলোচনা করে, তাকে বলা হয় 'অবভাসবিদ্যা' (Phenomenology)।

দ্বিতীয়ত, **অভিজ্ঞতার জগৎ ও জীবনকে কেন্দ্র করে দর্শন-আলোচনার সূত্রপাত হলেও অভিজ্ঞতার জগতেই সেই আলোচনা সীমাবদ্ধ থাকে না, অভিজ্ঞতার অন্তরালবর্তী বস্তুস্বরূপের জগতেও তা প্রসারিত হয়।** অভিজ্ঞতায় কেবল জগতের বাহ্যরূপ বা অবভাসই (appearance/phenomenon) ধরা পড়ে। কিন্তু অবভাসিত বাহ্যরূপের অন্তঃস্থ কোনো বস্তুস্বরূপকে (reality) স্বীকার না করলে বাহ্যরূপটির সঠিক ব্যাখ্যা হতে পারে না। আমার সামনের বৃক্ষটি তার বর্ণ, গন্ধ, কাঠিন্য, আকার, আয়তন ইত্যাদির মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়, যাদের কোনোটিও 'বৃক্ষ' নয়, বৃক্ষের বাহ্যরূপ বা প্রকাশিত রূপ মাত্র। 'বৃক্ষ'কে জানতে হলে তাই বর্ণ, কাঠিন্য ইত্যাদির অন্তঃস্থ যে বৃক্ষ-সত্তা তাকেও জানার প্রয়োজন হয়। জগতের অপরাপর বস্তু ও ঘটনা সম্পর্কেও একই কথা প্রযোজ্য। দর্শনের যে দিকটি এই প্রকারে অবভাসিক জগতের আবরণ উন্মোচন করে সত্তার স্বরূপ সম্পর্কে আলোচনা করে, তাকে বলা হয় 'অধিবিদ্যা' বা 'তত্ত্ববিদ্যা' (Metaphysics)। জড়, প্রাণ, মন ইত্যাদির উৎসমূল কী? দেশ, কাল, কার্য, কারণ ইত্যাদির স্বরূপ কী?—অধিবিদ্যায় এই জাতীয় প্রশ্ন আলোচিত হয়।

তৃতীয়ত, **বস্তুস্বরূপ বা বস্তুর আন্তররূপ আলোচনা করতে গিয়ে জ্ঞান-প্রসঙ্গে আলোচনাও একান্ত প্রয়োজনীয়রূপে দেখা দেয়।** বাহ্যরূপের অন্তরালবর্তী বস্তুস্বরূপকে জানতে গেলে আমাদের 'জ্ঞানের প্রকৃতি', 'জ্ঞানের সীমানা' ও 'জ্ঞানের যাথার্থ্য' সম্পর্কেও অবহিত হতে হয়। তত্ত্বালোচনার আগেই দার্শনিককে জানতে হয়—জ্ঞান কী? জ্ঞানের উৎস কী? জ্ঞান কি দেশ-কালের সীমানাকে অতিক্রম করতে পারে? ইত্যাদি। দর্শনের যে দিকটি এইজাতীয় প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করে, তাকে বলা হয় 'জ্ঞানবিদ্যা' (Epistemology)।

চতুর্থত, **দর্শন জগৎ ও জীবনকে কেবল তথ্যগতভাবে বর্ণনা করে না, মূল্যায়নও করে।** বিষয়-বর্ণনার সঙ্গে তার মূল্যায়ন অর্থাৎ 'ভালো-মন্দ', 'ন্যায়-অন্যায়', 'সুন্দর-অসুন্দর' ইত্যাদির বিচার যুক্ত না হলে বিষয়ের আলোচনা সম্পূর্ণ হতে পারে না। **সত্য, শিব (কল্যাণ) ও সুন্দরের পরমাদর্শের আলোকে দর্শন সমুদয় মানব-অভিজ্ঞতার মূল্যায়ন করতে চায় এবং সেই মূল্যায়ন প্রসঙ্গে দর্শন ওই সব মূল্য বা আদর্শের স্বরূপ নির্ধারণ করতে চায়।** সত্য, শিব ও সুন্দরের স্বরূপ কী? তাদের কি কোনো বস্তুগত সত্তা আছে, অথবা তারা নিছক মনুষ্যকল্পনা মাত্র?—দর্শন এইজাতীয় প্রশ্ন উত্থাপন ক'রে তাদের সমাধান করতে চায়। দর্শনের যে দিকটি এইভাবে মূল্য বা আদর্শের পরিপ্রেক্ষিতে জগৎ ও জীবনের মূল্যায়ন করে, তাকে বলা হয় 'মানবিদ্যা' (Axiology)।

মানবিদ্যার আবার তিনটি শাখা আছে। যথা— (১) যুক্তিবিজ্ঞান (২) নীতিবিজ্ঞান ও (৩) সৌন্দর্যবিজ্ঞান। এই তিনটি মানবিদ্যার বিষয়ও দর্শনের আলোচনার অন্তর্ভুক্ত।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে এমন সিদ্ধান্ত করা যেতে পারে যে, জগৎ ও জীবনের প্রায় সকল দিকই দর্শনের আলোচনার অন্তর্ভুক্ত।

১.২ সাধারণ জ্ঞান, বিজ্ঞান ও দর্শন

Common sense, Science & Philosophy

১.২.১ সাধারণ জ্ঞান ■ Common Sense

জাগতিক ব্যাপারে আমাদের প্রাথমিক জ্ঞান হল লৌকিক জ্ঞান বা সাধারণজ্ঞান। যে-কোনো বস্তু সম্বন্ধে প্রথম দর্শনেই আমাদের যে জ্ঞান হয় তা সাধারণ জ্ঞান বা লৌকিক জ্ঞান। এই জ্ঞানকে প্লেটো জ্ঞানের মর্যাদা দেননি। কিন্তু ব্যবহারিক জীবন যাপনে এই জ্ঞান অপরিহার্য যদিও মত বা বিশ্বাস অতিরিক্ত তা কিছু নয়। সাধারণ বুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তি এই জ্ঞানের সাহায্যে তার পরিবেশ সম্পর্কে যাবতীয় মতামত গঠন করে। সাধারণ ব্যক্তির কাছে এই জ্ঞান স্পষ্ট ও স্বতঃ প্রামাণ্য। জীবনের এমন কোনো দিক নেই যা সাধারণজ্ঞানের গণ্ডির মধ্যে পড়ে না।

১.২.২ সাধারণ জ্ঞানের বৈশিষ্ট্য ■ Characteristics of Common Sense

১। অধ্যাপক কানিংহাম বলেন *"Every where Commonsense is a set of theories; it is not a mere direct mirroring of 'fact', but is a complex of interpretations and evaluations"*

সাধারণ জ্ঞান হল ব্যক্তি ও জগৎ সম্বন্ধে বিভিন্ন তত্ত্বের সমষ্টি। সাধারণজ্ঞানের **তাত্ত্বিক দিক** আছে। বস্তু ও ঘটনার সাক্ষাৎ জ্ঞান শুধু নয়, ঘটনার ব্যাখ্যা ও মূল্যায়নও সাধারণজ্ঞান করে থাকে। একটি উদাহরণ নেওয়া যাক। একটি আয়তাকার টেবিল যখন আমি সামনে থেকে দেখি তখন তার আকার একরকম। আবার দূরের থেকে দেখলে আরেক রকম। তাহলে আমাকে বলতে হয় আকার পর্যবেক্ষকের অবস্থান অনুযায়ী এক এক রকম। কিন্তু আমি তা বলি না। আমি বলি টেবিলটির আকার আমার পর্যবেক্ষণের ওপর নির্ভর করে না। এখানে সাক্ষাৎ অভিজ্ঞতার ওপর নির্ভর করে আমি সিদ্ধান্ত বা মতামত দেইনি, বরং তাত্ত্বিক মতামত প্রকাশ করেছি।

২। সাধারণ জ্ঞান অধিকাংশ ক্ষেত্রেই **বিচার বিযুক্ত** ও অসংবদ্ধ, বিচ্ছিন্ন ও অবিন্যস্ত। সাধারণজ্ঞানে কোন শৃঙ্খলা নেই। কোন নিয়ম বা পদ্ধতি সাধারণজ্ঞান গঠনের পেছনে নেই। সাধারণজ্ঞান কোন ব্যক্তি আবিষ্কার করেনি। ব্যক্তিবিশেষের অজ্ঞাতসারে যুগ যুগ ধরে ভাষা ও প্রথার মাধ্যমে দেশে দেশে **বংশানুক্রমে** তা সঞ্চারিত হয়। সাধারণ জ্ঞানের অনেকটাই ব্যক্তির বংশানুক্রমে পাওয়া জ্ঞান।

৩। সাধারণ জ্ঞান বহু। কালক্রমে সঞ্চারিত হওয়ায় অনেক সময়ই সাধারণজ্ঞান একযুগ থেকে অন্যযুগে পাল্টে পাল্টে এসেছে। নীতি, মনোবিজ্ঞান, অর্থ-নীতি, সামাজিক ও ধর্মীয় বহু মতপার্থক্যের মূলে রয়েছে সাধারণ জ্ঞানের **বহুত্ব**।

৪। সাধারণজ্ঞান বহু বলে **সুনিশ্চিত ও সুনির্দিষ্ট নয়**। সাধারণজ্ঞানের দ্বারা বিভিন্ন বিষয়ে আমরা ধারণা প্রকাশ করতে পারি, কিন্তু সেই ধারণা স্বচ্ছ বা সুনির্দিষ্ট, এই দাবি করা যায় না।

১.২.৩ বিজ্ঞান ■ Science

সাধারণজ্ঞানের ভিন্নতা ও পারস্পরিক বিরোধীতা সাধারণজ্ঞানের গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন তুলে দেয়। মতগুলির সবগুলিই কি গ্রহণযোগ্য না একটি মতই গ্রহণযোগ্য—তা জানতে গেলে যাচাই করণের দরকার। কিন্তু

সাধারণজ্ঞানের গণ্ডি অতিক্রম না করে এই যাচাইকরণ সম্ভব নয়। সুতরাং দরকার বিশ্লেষণাত্মক ও সংশয়ী মনোভাব। সুতরাং সাধারণজ্ঞানের যথার্থ্য বিচারের জন্য দরকার বিজ্ঞান। বলা যেতে পারে সাধারণজ্ঞান বিস্তৃত হয়ে বিজ্ঞানে পরিণতি লাভ করে। টমাস হাক্সলির উদ্ধৃতি এ প্রসঙ্গে প্রণিধানযোগ্য— "Science is trained and organised common Sense." বিজ্ঞান হল সুসম্বন্ধ ও সুশৃঙ্খল জ্ঞান।

১.২.৪ বিজ্ঞানের বৈশিষ্ট্য ■ Characteristics of Science

সাধারণজ্ঞানের যুক্তি সঙ্গত ব্যাখ্যা হল বৈজ্ঞানিক জ্ঞান। প্রাকৃতিক ঘটনাবলী ব্যাখ্যার প্রয়োজনে পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষণ, প্রাথমিক প্রকল্প গঠন ও প্রকল্পের যাচাইকরণ, কার্যকারণ সম্পর্ক আবিষ্কার ও নিয়ম প্রণয়নের মাধ্যমে বিজ্ঞানী জাগতিক বস্তু ও ঘটনাবলীকে ব্যাখ্যা ও বর্ণনা করেন। এই অর্থেই সাধারণ জ্ঞান বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের স্তরে উন্নীত হয়। বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের নিম্নোক্ত বৈশিষ্ট্যগুলি লক্ষণীয় :

১। সামান্যীকরণ ২। সুসম্বন্ধতা ৩। যাচাইযোগ্যতা ৪। বহুতর ব্যাখ্যা ক্ষমতা ৫। সরলতা

১। সামান্যীকরণ হল বিজ্ঞানের লক্ষ্য। সাধারণজ্ঞান ও বিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয় এক হলেও সাধারণ নিয়মে পৌঁছানো বিজ্ঞানীর লক্ষ্য। গতিশীল বিভিন্ন বস্তুর গতিসংক্রান্ত বৈশিষ্ট্যগুলি পর্যবেক্ষণ ও লিপিবদ্ধ করাই বিজ্ঞানীর লক্ষ্য নয়, বিভিন্ন গতিবিশিষ্ট বস্তুর মধ্যে কোনো সাধারণ বৈশিষ্ট্য আছে কিনা বিজ্ঞানী তা আবিষ্কার করতে চান। গতির প্রকৃতি ও নিয়ম সম্বন্ধে তাত্ত্বিক জ্ঞানই বিজ্ঞানীর লক্ষ্য। এই ব্যাপকতা ও সামান্যীকরণ বিজ্ঞানকে সাধারণ জ্ঞান থেকে আলাদা করেছে।

২। সুসমঞ্জস ও সুসংবদ্ধ জ্ঞান বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য। বৈজ্ঞানিক জ্ঞানে বিভিন্ন বিষয়ের প্রাপ্ত জ্ঞানকে এমনভাবে বিন্যস্ত করা হয় যাতে কোনো অন্তর্বিরোধ না থাকে।

৩। বৈজ্ঞানিক জ্ঞান যাচাইযোগ্য। যাকে সত্য বলে গ্রহণ ও মিথ্যা বলে বর্জন করা যায় না তা বিজ্ঞান নামের অযোগ্য। এখন যাচাই করণ যে সব সময় অপরোক্ষ বা সাক্ষাৎভাবে হবে এমন নয়। যেমন কণিকাবাদ, তরঙ্গবাদ, মহাকর্ষ—এসব অপরোক্ষ যাচাইযোগ্য নয়। কিন্তু এসব নিয়ম এমন যে এদের থেকে যাচাইযোগ্য অনুকল্প নিষ্কাশন করা যায়। শুধু সামান্যীকরণ ও ব্যাপকতা নয় প্রাসঙ্গিকতা ও অনুকল্প নিষ্কাষণযোগ্যতা বিজ্ঞানের বৈশিষ্ট্য।

৪। বহুতর ব্যাখ্যা ক্ষমতা বিজ্ঞানীর লক্ষ্য। বিজ্ঞানী চান যে তার ব্যাখ্যায় যেন ভবিষ্যবাদিতা বা ঊর্বরতা বেশি থাকে। ধরা যাক তিনজন বিজ্ঞানীর তিনটি প্রকল্প। তিনটিই গ্রহণযোগ্য। এদের মধ্যে একটির ব্যাখ্যা ক্ষমতা বেশি। তাহলে সেটিই গ্রহণ করতে হবে। অন্যদুটি তার প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত হবে। যেমন কেপলারের গ্রহের কক্ষপথ সংক্রান্ত প্রকল্প ও গ্যালিলিওর পড়ন্ত বস্তুরবেগ সংক্রান্ত প্রকল্পের চেয়ে নিউটনের মহাকর্ষ প্রকল্প অনেক বেশি ঊর্বর। কেপলার ও গ্যালিলিওর প্রকল্প যা ব্যাখ্যা করতে পারে নিউটনের প্রকল্পে তার ব্যাখ্যা তো মেলেই, তাছাড়া আরও বহুবিষয়ের ব্যাখ্যা মেলে। সেইকারণে গ্যালিলিও ও কেপলারের প্রকল্প মিথ্যা বলে বর্জিত হয়নি, নিউটনের প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এই বহুব্যাখ্যা ক্ষমতা বিজ্ঞানের লক্ষ্য। এই বৈশিষ্ট্য দুটি প্রতিদ্বন্দ্বী মতের গ্রহণ ও বর্জনে সাহায্য করে।

৫। সরলতা বিজ্ঞানের উৎকর্ষসূচক। প্রচলিত অর্থে 'সরল' কথাটি ব্যবহার হচ্ছে না। সাধারণ অর্থে সরল মানে যা সমাজের পূর্ব প্রচলিত বিশ্বাসের সঙ্গে খাপ খায়, অনুভবের সঙ্গে খাপ খায়। এই অর্থে টলেমির মত—পৃথিবী কেন্দ্রে আছে, সূর্য তার চারিদিকে ঘুরছে, সরল। দর্শনে সরল কথাটার অন্য অর্থ। সরল বললে বুঝতে হবে নিত্যব্যয়ী। অপ্রাসঙ্গিক, অপ্রয়োজনীয় বিষয় বাদ দেওয়া। মধ্যযুগের ধর্মযাজক ওক্কাম বলেছিলেন যদি কোন কিছু অল্প স্বীকৃতি দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায় তাহলে স্বীকৃতি সংখ্যা বাড়ানো উচিত নয়। (It is vain to do with more what can be done with fewer) সূত্রটি occam's razor নামে পরিচিত। টলেমির মত বর্জন করে কোপারনিকাসের সূর্যকেন্দ্রিক মত গৃহীত হয়েছিল। তার কারণ এই নয় যে তা ভুল বা তার ব্যাখ্যা ক্ষমতা ছিল না। টলেমী প্রকল্প দিয়ে জ্ঞাত গ্রহগুলির অবস্থান, কক্ষপথ এসব ব্যাখ্যা করা যেত। টলেমি এমন কোন কিছুর অস্তিত্ব কল্পনা করেননি যা থেকে নিষ্কাশিত অনুকল্প যাচাই যোগ্য নয়। তাহলে কোপারনিকাসের মত গ্রহণের কারণ কি? কারণ হল এর উৎকর্ষতা। গ্রহের সংখ্যা, পৃথিবী থেকে এদের বিভিন্ন দূরত্ব, এদের গতিবেগের বিভিন্নতা—এসব

ব্যাখ্যা করতে টলেমিকে অসংখ্য উপচক্র কল্পনা করতে হয়েছিল। কোপারনিকাস উপচক্র কল্পনা করেছিলেন। কিন্তু তিনি এদের সংখ্যা অনেক কমিয়ে মূল প্রকল্পকে গাণিতিক জটিলতা মুক্ত করেছিলেন, যা টলেমি পারেননি। তাই কোপারনিকাস প্রকল্প সরল, সরল বলেই উৎকর্ষ। এই লক্ষ্যই বিজ্ঞানকে সাধারণজ্ঞান থেকে ভিন্নতা দান করেছে।

১.২.৫ সাধারণ জ্ঞান ও বিজ্ঞানের পার্থক্য ■ Difference between Common Sense & Science

ওপরের আলোচনা থেকে আমরা দেখলাম ব্যবহারিক জীবনে আমরা যেসব চিন্তাধারা অভ্যাস ও মতামত প্রকাশ করি তাদের সমষ্টি হল সাধারণ জ্ঞান। এই জ্ঞান অসংবদ্ধ, বিচার বিযুক্ত ও একদেশদর্শী। ব্যক্তি ভেদে এই জ্ঞান ভিন্ন ভিন্ন ও পরস্পরবিরোধী। বুদ্ধির স্বাভাবিক আলোকে গ্রহণ ও বর্জন এই জ্ঞানের বৈশিষ্ট্য।

অন্যদিকে বিজ্ঞান সুবিন্যস্ত সুসংবদ্ধ খণ্ডিত জ্ঞান। নির্দিষ্ট বিষয়ের পরীক্ষামূলক আলোচনা ও সামান্যীকরণে প্রাপ্ত সিদ্ধান্ত তাত্ত্বিক আকারে প্রকাশ তার লক্ষ্য। ব্যাপক ও সর্বজনস্বীকৃত জ্ঞান লাভই বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য। বিভিন্ন দিক থেকে বিজ্ঞান ও সাধারণ জ্ঞানের পার্থক্য আমরা দেখাতে পারি :—

১। প্রত্যেক বিজ্ঞানের বিষয় নির্দিষ্ট। সাধারণ জ্ঞানের কোন নির্দিষ্ট বিষয় নেই। এমন কোনো বিষয় নেই যা নিয়ে সাধারণজ্ঞান আলোচনা করে না।

২। সাধারণ জ্ঞান অসংলগ্ন ও অস্পষ্ট। বিজ্ঞান স্পষ্ট। বিষয়বস্তুর নির্দিষ্টতা বিজ্ঞানকে স্পষ্টতা দান করেছে। অনির্দিষ্ট বলে সাধারণজ্ঞানের বিস্তার আছে কিন্তু বিশুদ্ধি ও ঊর্বরতার অভাব আছে।

৩। সাধারণ জ্ঞান পদ্ধতি বিযুক্ত। ফলে সাধারণজ্ঞান পরস্পর বিচ্ছিন্ন ও পরস্পর বিরোধীযুক্ত। পক্ষান্তরে বিজ্ঞান আরোহী-অবরোহী পদ্ধতি প্রয়োগে কার্যকারণ নিয়ম আবিষ্কারের সামান্য সূত্র প্রণয়নে জগতের বস্তুগুলিকে ব্যাখ্যা দেয়। আন্তর্বিরোধশূন্য বৈজ্ঞানিক জ্ঞান বিজ্ঞানীর লক্ষ্য। সামান্যীকরণ বৈজ্ঞানিক জ্ঞানকে ব্যাপকতা দান করে ও সিদ্ধান্তের গ্রহণযোগ্যতা বাড়ায়।

৪। বিজ্ঞান বিশ্লেষণধর্মী। পুঙ্খানুপুঙ্খ পর্যবেক্ষণ, প্রকল্প গঠন, প্রকল্পের যাচাইকরণ বিজ্ঞানকে স্বাতন্ত্র্যদান করে। অন্য দিকে সাধারণ জ্ঞানে বিশ্লেষণের বড়ই অভাব। নির্বিচারে একপেশে দৃষ্টিভঙ্গীতে মতামত জ্ঞাপনই সাধারণজ্ঞানের বৈশিষ্ট্য।

৫। বৈজ্ঞানিকজ্ঞান আবিষ্কৃতজ্ঞান, প্রথাসিদ্ধজ্ঞান নয়। সাধারণ জ্ঞান উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া প্রথাসিদ্ধজ্ঞান। কুসংস্কার বর্জন ও সত্যের আলোকে জীবন চর্যা বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের লক্ষ্য। সাধারণজ্ঞান রক্ষণশীল মনোভাবে পুষ্ট, কুসংস্কার পুষ্ট, বংশানুক্রমিক জ্ঞান।

এই পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও সাধারণজ্ঞান মূল্যহীন নয়। গুণগতভাবে দুটি বৌদ্ধিক পর্যায়—সাধারণজ্ঞান ও বিজ্ঞানের কোন পার্থক্য নেই। পার্থক্য কেবল দৃষ্টিভঙ্গির। বিজ্ঞান পরিশীলিত ও সুসম্বন্ধ, সাধারণজ্ঞান অসম্পূর্ণ ও সঙ্গতিহীন।

১.২.৬ বিজ্ঞান ও দর্শনের পার্থক্য ■ Distinction between Science & Philosophy

প্রথমত: সাধারণ জ্ঞান সুসংহত ও সংগতিপূর্ণ হলে বিজ্ঞানের স্তরে উন্নীত হয়। বৈজ্ঞানিক জ্ঞানে আমাদের আস্থা, কারণ তা পর্যবেক্ষণ পরীক্ষণ দ্বারা কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত। পদ্ধতিগত কারণেই বিজ্ঞান খণ্ডিত, সীমাবদ্ধ। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির ধর্ম—নির্বাচন করা। ফলে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিলব্ধ সিদ্ধান্ত যথাযথ ও নিশ্চিত কিন্তু আংশিকভাবে যথাযথ। বিজ্ঞান **পূর্বস্বীকৃতি নির্ভর**। কোন রকম বিচার না করেই এই পূর্বস্বীকৃতিগুলি নিয়ে বিজ্ঞান শুরু করে।

বিজ্ঞানের এই দুরকম অসম্পূর্ণতা দূর করার জন্যই দর্শনের শুরু। সুতরাং বৌদ্ধিক পর্যায়ের সর্বশেষ পর্যায় দার্শনিক জ্ঞান। নির্বাচনধর্মী বলে জগৎ ও জীবনকে বোঝার চেষ্টায় বিজ্ঞানী অনেক কিছু বাদ দেন। যেমন পদার্থবিদের কাছে বর্ণ আলোকতরঙ্গ ছাড়া কিছু নয় অথচ আলোকতরঙ্গের সঙ্গে আরো কিছু যোগ করেই বর্ণের সামগ্রিক রূপ। অথচ এই 'আরো কিছু' পদার্থবিদের কাছে মূল্যহীন। কিন্তু দর্শনের আলোচনা সমগ্রের আলোচনা। আংশিক খণ্ডিত জ্ঞানে দর্শনের তৃপ্তি নেই।

দ্বিতীয়ত: সাধারণ জ্ঞানকে সুসংহত করে বিশেষ বিশেষ বিজ্ঞান যে সিদ্ধান্ত স্থাপন করে, তাদের সুসমঞ্জস ব্যাখ্যা ও সমগ্রের আলোকে ব্যাখ্যা দর্শনের লক্ষ্য।

তৃতীয়ত: গণিত ছাড়া প্রত্যেক বিজ্ঞান যে তথ্য না মেনে কাজ করতে পারে না তাহলে ব্যাপার বা বস্তু যেভাবে অবস্থান করে সেই বাস্তব অবস্থা। আর গণিত যে তথ্যের ওপর নির্ভরশীল তাহল definition ও axioms বা postulates (স্বতঃসিদ্ধ প্রামান্য সূত্র)। বিজ্ঞান তার পূর্বস্বীকৃতিগুলির বিচার করে না। কিন্তু দর্শন এই পূর্বস্বীকৃতিগুলি বিচার করে।

চতুর্থত: মনে হতে পারে দর্শন তার বিষয়বস্তু বিজ্ঞান থেকে সংগ্রহ করে। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির বিচার-বিশ্লেষণই দর্শনের কাজ। কিন্তু এ ধারণা ঠিক নয়। বিজ্ঞান বিষয়কেন্দ্রিক। প্রাকৃতিক বস্তু নির্বাচন ও তার পর্যবেক্ষণ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণই হল বিজ্ঞানের বিষয়কেন্দ্রিকতার হেতু। অপরপক্ষে জ্ঞাতার আত্মানুভব ও বস্তুর বাহ্যরূপের অন্তরালে সত্তার অনুসন্ধান হল দর্শনের কাজ। দর্শন এই অর্থে আত্মকেন্দ্রিক।

পঞ্চমত: বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত সার্বত্রিক ও অবশ্যম্ভব (universal and necessary)। কোন একটি বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত নিয়ে মতবিরোধ নেই; পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় বলে সিদ্ধান্ত সার্বজনীন। কিন্তু দর্শনে চরম সিদ্ধান্ত বলে কিছু নেই। দার্শনিকের উক্তি পরীক্ষা-নিরীক্ষা প্রাপ্ত নয়। এর কারণ "Philosophy is a Conceptual rather than a straight forwardly empirical discipline." (Stroll & popkin, Introduction to philosphy)

অবভাসিক জগৎ নিয়ে বিজ্ঞানের কারবার। অবভাসের অন্তরালে পরমতত্ত্বের সন্ধানে দার্শনিক নিমগ্ন। সুতরাং বিচার বিশ্লেষণের ধারা অনুসারে পরমতত্ত্বের ব্যাখ্যা দার্শনিক জ্ঞানের ভিন্নতার কারণ।

বিজ্ঞান ও দর্শনের এত পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও উভয়ের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। প্যাট্রিক বলেন "They have the same sprit & same purpose – the honest & laborious search for truth" (Introduction to philosophy)। বিজ্ঞান ও দর্শন উভয়েরই মূল নীতি ও উদ্দেশ্য এক—আন্তরিকতার সঙ্গে সত্যানুসন্ধান। বিজ্ঞান বস্তু ও ঘটনা সম্পর্কে তার সীমানা অতিক্রম না করে যথাযথ জ্ঞান দেয়। দর্শন বিজ্ঞানের আলোচনার ক্ষেত্রকে অতিক্রম করে মূলতত্ত্বে পৌঁছানোর চেষ্টা করে, যে তত্ত্বের জ্ঞান হলে অভিজ্ঞতার সকল ক্ষেত্রকেই ব্যাখ্যা করা যায়। বিজ্ঞান অবভাস মূলক হলেও তা দর্শনকে স্বয়ং স্বজ্ঞান বা পরমসত্তার জ্ঞানে আগ্রহী করে তোলে। আবার বিজ্ঞানের পূর্বস্বীকৃতিগুলি আলোচনা করে দর্শন বিজ্ঞানকে আরো প্রমাণমূলক করে তোলে। সুতরাং দর্শন ও বিজ্ঞান পরস্পর সাপেক্ষ। দর্শন জিজ্ঞাসার মূলে বিজ্ঞান আর বিজ্ঞানের ঐক্যসূত্রের মূলে দর্শন।

এই কারণে অধ্যাপক হেবার বলেন দর্শন ছাড়া বিজ্ঞান হল আত্মাহীন দেহ, আর বিজ্ঞান ছাড়া দর্শন হল দেহহীন আত্মা ("Science without philosophy is a body without a soul and philosophy without science is a soul without body"– Weber) দর্শনের সমন্বয় বিধান ছাড়া বিজ্ঞান হল সংগতিহীন সমষ্টিমাত্র, আত্মাহীন নিশ্চেতন দেহ আর বিজ্ঞানের উপাদান ছাড়া দর্শন নিরাবয়ব।

১.৩ দর্শনের মুখ্যবিভাগ
Main Branches of Philosophy

দর্শন হল জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে যুক্তিসঙ্গত সামগ্রিক আলোচনা। মানুষের অভিজ্ঞতার এমন কোনো দিক নেই যা দর্শনের আলোচনার অন্তর্ভুক্ত নয়। দর্শনের পরিধি যে কত ব্যাপক তা তার মূল বিভাগগুলি উল্লেখপূর্বক আলোচনা করলেই বোঝা যায়। সাধারণভাবে স্বীকৃত মুখ্য বিভাগগুলি হল ঃ

১। অধিবিদ্যা (Metaphysics) ২। জ্ঞানবিদ্যা (Epistemology), এবং ৩। মানবিদ্যা বা মূল্যবিদ্যা (Axiology)

মানবিদ্যার আবার মুখ্যত তিনটি উপবিভাগ আছে যথা—

(ক) যুক্তিশাস্ত্র (Logic), (খ) নীতিবিদ্যা (Ethics) ও (গ) নন্দনতত্ত্ব (Aesthetics)। অনেকে আবার সমাজ দর্শনকেও মানবিদ্যার অন্তর্ভুক্তরূপে গণ্য করেন।

● অধিবিদ্যা (Metaphysics)

১। 'মেটাফিজিক্স' শব্দটির শব্দগত অর্থ বিশ্লেষণ
Etymological meaning of the word 'Metaphysics'

Metaphysics শব্দের অন্তর্গত দুটি শব্দ আছে "Meta' এবং 'Physics'। 'Meta' শব্দের অর্থ 'অতিক্রম

করা' বা 'ছাড়িয়ে যাওয়া', আর 'Physics' শব্দের অর্থ 'প্রাকৃতিক বিজ্ঞান'— যা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎকে নিয়ে আলোচনা করে। কাজেই 'Metaphysics' **শব্দের আক্ষরিক অর্থ হল, 'যা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের আলোচনাকে ছাড়িয়ে যায় বা অতিক্রম করে।**

২। অধিবিদ্যার সংজ্ঞা ■ *Definition of Metaphysics*

দর্শনের যে শাখা বস্তুর প্রত্যক্ষগ্রাহ্য পরিণামী (পরিবর্তনশীল) বাহ্যরূপকে অতিক্রম করে অপ্রত্যক্ষগোচর অপরিণামী (অপরিবর্তনীয়) বস্তু স্বরূপের অনুসন্ধান করে, তাকে বলা হয় 'মেটাফিজিক্স' বা 'অধিবিদ্যা'।

৩। অধিবিদ্যার মূল প্রশ্ন ■ *Fundamental questions of Metaphysics*

যেসব মৌল ও বৃহৎ প্রশ্নের সদুত্তর অভিজ্ঞতার মাধ্যমে লভ্য নয় সেইসব প্রশ্নই হল আধিবিদ্যক প্রশ্ন। যেমন—

(ক) দৃশ্যমান জগতের অন্তরালে সত্তার স্বরূপ কী?
(খ) সত্তা কি স্বয়ংসিদ্ধ?
(গ) দৃশ্যমান জগতের অন্তরালে এমন কোনো স্বয়ংসিদ্ধসত্তা আছে কী?
(ঘ) জড় কী? জড়ের স্বরূপ কী?
(ঙ) চেতন কী? চেতনার স্বরূপ কী?
(চ) জড় ও চেতনের মধ্যে কোন্‌টি বেশি মৌলিক?
(ছ) জড় ও চেতনের মধ্যে সম্পর্ক কেমন?
(জ) আত্মা কী? আত্মা কি শুধুই চেতনা-প্রবাহ, না তার অতিরিক্ত কিছু?
(ঝ) আত্মা কি অবিনশ্বর ?
(ঞ) ঈশ্বর কি আছেন? থাকলে তাঁর স্বরূপ কী?
(ট) দেশ, কাল, কার্য ও কারণের কি মনোনিরপেক্ষ অস্তিত্ব আছে অথবা তারা মনের ভাবমাত্র?
(ঠ) মূল্য কী? মূল্য কি ব্যক্তিনিষ্ঠ না বিষয়নিষ্ঠ?— এইসব প্রশ্নই হল অধিবিদ্যার মূল প্রশ্ন।

৪। অধিবিদ্যা কি সম্ভব? ■ *Is Metaphysics Possible ?*

অধিবিদ্যা বস্তুর বাহ্যরূপ (appearance) এবং আন্তররূপ-এর (reality) মধ্যে পার্থক্য করে। সাধারণজ্ঞানে ও বিজ্ঞানেও অনেক সময় প্রত্যক্ষগোচর বস্তুর বাহ্যরূপ ও তার স্বরূপের মধ্যে পার্থক্য করা হয়। দুটি সমান্তরাল রেললাইনকে আমরা মিলিত হতে দেখি, জলে অর্ধ-নিমজ্জিত সোজা ছড়িকে বাঁকা দেখি। আমরা বলি—এসবই বস্তুর প্রকাশিত রূপ, আসলে সমান্তরাল রেখা কোথাও মিলিত হয় না, জলে অর্ধনিমজ্জিত ছড়ি বেঁকে যায় না।

সাধারণজ্ঞান ও বিজ্ঞানের সঙ্গে অধিবিদ্যার পার্থক্য হল—অবভাস ও বস্তুস্বরূপের মধ্যে পার্থক্যকে অধিবিদ্যায় অভিজ্ঞতার সর্বস্তরে প্রসারিত করা হয় ; অর্থাৎ সাধারণজ্ঞান ও বিজ্ঞানে যাকে বস্তুর আসলরূপ বলা হয়, অধিবিদ্যায় তাকেও অবভাসিতরূপ বলা হয়। অধিবিদ্যায় অভিজ্ঞতার বিষয় মাত্রই অবভাস। জলে অর্ধ-নিমজ্জিত বাঁকা ছড়ি যেমন অবভাস, সোজা ছড়িটিও তেমনি অবভাস। অধিবিদ্যার লক্ষ্য হল—অভিজ্ঞতাগ্রাহ্য জগৎ ও জীবনের অন্তরালে যে ইন্দ্রিয়াতীত বস্তুস্বরূপের জগৎ, তার স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করা।

সঙ্গতভাবেই এখানে যে প্রশ্নটি দেখা দেয় তা হল—অভিজ্ঞতাগ্রাহ্য জগতের অন্তরালবর্তী যে সদ্বস্তুর জগতের উল্লেখ করা হয়, তার কোনো বাস্তব অস্তিত্ব আছে কি? থাকলে, তাকে জানা মানুষের সাধ্যায়ত্ত কি? এই প্রশ্নের সদুত্তরের ওপর নির্ভর করে অধিবিদ্যার সম্ভাব্যতা। প্রাচীন ও মধ্যযুগের দার্শনিকরা অধিবিদ্যার সম্ভাব্যতা সম্পর্কে কোনো প্রশ্ন উত্থাপন করেননি। প্লেটো, অ্যারিস্টটল প্রমুখ প্রাচীন দার্শনিকগণ, এমনকি দেকার্ত, স্পিনোজা, লাইব্‌নিজ প্রমুখ আধুনিককালের পাশ্চাত্য দার্শনিকগণও অধিবিদ্যার সম্ভাব্যতা সম্পর্কে কোনো সংশয় প্রকাশ করেননি।

কিন্তু আধুনিক যুগের এবং সাম্প্রতিককালের অনেক দার্শনিক অধিবিদ্যার সম্ভাব্যতা সম্পর্কে সংশয় প্রকাশ করেছেন। আধুনিক যুগের অভিজ্ঞতাবাদী দার্শনিকগণ, বিশেষ করে ডেভিড হিউম (Hume) অধিবিদ্যা-বিরোধী মনোভাব প্রকাশ করেছেন। হিউমের মতে, জ্ঞান হল ধারণার অনুষঙ্গ এবং ধারণার ভিত্তি হল মুদ্রণ বা সংবেদন। কাজেই, আমাদের জ্ঞান কখনও মুদ্রণ বা সংবেদনের সীমা অতিক্রম করতে পারে না। জ্ঞানের অন্তর্গত ধারণামাত্রকেই মুদ্রণ-ভিত্তিক হতে হবে। ধারণাটি মুদ্রণ-ভিত্তিক হলে তাকে গ্রহণ করা যাবে, আর মুদ্রণ-ভিত্তিক না হলে তাকে

বাতিল করতে হবে। এই পরীক্ষার মাধ্যমে হিউম ঈশ্বর, আত্মা, জড়দ্রব্য, কার্য-কারণ-সম্বন্ধ প্রভৃতি আধিবিদ্যক ধারণাকে বাতিল করেছেন, কেননা এসব ধারণার ভিত্তিস্বরূপ কোনো ইন্দ্রিয়ানুভবকে নির্দেশ করা যায় না।

জার্মান দার্শনিক কান্ট-ও (Kant) অধিবিদ্যার সম্ভাব্যতা সম্পর্কে সংশয় প্রকাশ করেছেন। কান্ট তাঁর জ্ঞানতাত্ত্বিক আলোচনার মাধ্যমে এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে, অভিজ্ঞতা ও বুদ্ধির যুগ্ম প্রক্রিয়ায় আমরা কেবল বস্তুর অবভাসকেই (appearance) জানতে পারি, বস্তুস্বরূপ (reality) আমাদের জ্ঞানগম্য হয় না। বস্তুস্বরূপের জগৎকে স্বরূপে এবং অবিকৃতরূপে জানা আমাদের সাধ্যায়ত্ত নয়। স্বয়ংসদ্বস্তুকে স্বরূপে জানতে হলে তার থেকে সৃষ্ট সংবেদনরাশিকে অবিকৃতরূপে জানতে হয়। কিন্তু আমাদের মনের গঠনই এমন যে, ইন্দ্রিয়-পথ দিয়ে যেসব উপাত্ত (sense-data) আমাদের মনে উপস্থিত হয়, আমরা তাদের মনের আকার (forms) ও প্রকারে (categories) মণ্ডিত না করে, বিকৃত না করে, জানতে পারি না। মনের আকার ও প্রকার প্রয়োগ করে যে জগৎকে আমরা জানি তা আমাদের মনেরই রচনা। অর্থাৎ আমাদের জ্ঞানের জগৎ বাহ্যসদ্‌বস্তুর অবভাস মাত্র। এজন্য কান্ট বলেছেন, সত্য বা সত্তা অস্তিত্বশীল হলেও তা মানবমনের কাছে চিরদিন অজ্ঞেয় ও অজ্ঞাত থেকে যায়।

● জ্ঞানবিদ্যা (Epistemology)

১। 'এপিস্টিমোলজি' শব্দটির শব্দগত অর্থ বিশ্লেষণ
Etymological meaning of the word 'Epistemology'

দর্শনের একটি বিভাগের বা শাখার নাম Epistemology, 'Epistemology' শব্দটি দুটি গ্রিক শব্দ থেকে উদ্ভূত হয়েছে— একটি 'Episteme', অন্যটি 'Logos'। 'Episteme' শব্দটির অর্থ হল জ্ঞান, আর 'Logos' শব্দটির অর্থ হল বিদ্যা। কাজেই 'Epistemology' শব্দের আক্ষরিক অর্থ হল জ্ঞান-সংক্রান্ত বিদ্যা বা জ্ঞানবিদ্যা।

২। জ্ঞানবিদ্যার সংজ্ঞা (*Definition of Epistemology*)

দর্শনের যে বিভাগ বা শাখা কেবল জ্ঞান সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে আলোচনা করে অর্থাৎ জ্ঞানের উৎস, স্বরূপ, শর্ত, পরিধি, সম্ভাব্যতা ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করে, তাকেই বলা হয় Epistemology বা জ্ঞানবিদ্যা।

৩। জ্ঞানবিদ্যার মৌলিক প্রশ্ন (*Fundamental questions of Epistemology*)

(ক) জ্ঞান কী?
(খ) জ্ঞান কি বিশ্বাস অথবা দৃঢ় বিশ্বাস, অথবা অতিরিক্ত আরও কিছু ?
(গ) 'জ্ঞান' শব্দটির বিভিন্ন অর্থ কী কী?
(ঘ) জ্ঞানের আবশ্যিক শর্ত কী কী?
(ঙ) জ্ঞানের 'পর্যাপ্ত শর্ত' বলতে কী বোঝায়?
(চ) জ্ঞানের আবশ্যিক ও পর্যাপ্ত শর্তের মধ্যে পার্থক্য কী?
(ছ) জ্ঞানের উৎস অভিজ্ঞতা অথবা বুদ্ধি, অথবা যুগ্মভাবে অভিজ্ঞতা ও বুদ্ধি, অথবা অন্য কিছু?
(জ) জ্ঞান কি অভিজ্ঞতার জগতেই সীমাবদ্ধ অথবা অভিজ্ঞতার জগৎ অতিক্রম করে অতীন্দ্রিয়ের জ্ঞানলাভ সম্ভব?
(ঝ) 'নিঃসন্দিগ্ধ জ্ঞান' বলতে কী বোঝায়?
(ঞ) নিঃসন্দিগ্ধ জ্ঞান কি আদৌ সম্ভব? — এইসব প্রশ্নই হল জ্ঞানবিদ্যার প্রশ্ন।

● মানবিদ্যা বা মূল্যবিদ্যা (Axiology)

জগৎ ও জীবনকে আমরা দু-ভাবে বিচার করে থাকি—বস্তু বা ঘটনা যেভাবে ঘটেছে সেভাবে তার বর্ণনা করে, অথবা বস্তু বা ঘটনাটির মান বা উৎকর্ষ নির্ধারণ করে। প্রথম প্রকার বিচার যে বাক্যে প্রকাশ পায়, তাকে বলে বর্ণনামূলক বাক্য (descriptive statement) ; আর দ্বিতীয় প্রকার বিচার যে বাক্যে প্রকাশ পায় তাকে বলে মূল্য সূচক বাক্য (evaluative statement)।

দর্শনের যে শাখা আমাদের আদর্শ মূল্যবোধ নিয়ে যুক্তিসম্মতভাবে আলোচনা করে, তা হল মূল্যবিদ্যা। মূল্যবিদ্যার প্রশ্নগুলি হল—মূল্য কী? তথ্য ও মূল্যের মধ্যে পার্থক্য কী? মূল্যবোধ কি নিছক আত্মগত উপলব্ধি অথবা মূল্যের কি কোনো বিষয়গত ভিত্তি আছে?

সত্য, শিব ও সুন্দর—এই তিনটি আদর্শকে কেন্দ্র করে মূল্যবিদ্যা যথাক্রমে তিনটি শাখায় বিভক্ত হয়েছে। যথা—যুক্তিবিদ্যা (Logic), নীতিবিদ্যা (Ethics), নন্দনতত্ত্ব (Aesthetics) বা সৌন্দর্যবিদ্যা।

● যুক্তিবিজ্ঞান বা তর্কবিদ্যা (Logic)

(i) 'Logic' ইংরেজি শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ বিশ্লেষণ
(Etymological meaning of the word 'Logic')

ইংরেজি 'Logic' শব্দটি গ্রিক শব্দ 'Logike' থেকে উদ্ভূত হয়েছে। 'Logike' শব্দটি আবার 'Logos' শব্দের বিশেষণ। তাহলে, ইংরেজি 'Logic' বলতে বোঝায় Logos, যার অর্থ চিন্তা বা অনুমান (reason) এবং চিন্তার বাহন ভাষা (speech)। তাহলে, ব্যুৎপত্তিগত অর্থে বা আক্ষরিক অর্থে ইংরেজি 'Logic' শব্দটির মানে হল, 'এমন বিশেষ বিজ্ঞান যার আলোচ্য বিষয় হল, মানুষের চিন্তা এবং চিন্তার বাহন ভাষা'।

(ii) যুক্তিবিদ্যা বা যুক্তিবিজ্ঞানের সংজ্ঞা (*Definition of Logic*)

যুক্তিবিজ্ঞান হল ভাষায় প্রকাশিত চিন্তা সংক্রান্ত আলোচনা। ভাষায় প্রকাশিত চিন্তা আবার প্রত্যক্ষচিন্তা হতে পারে, আবার পরোক্ষচিন্তা হতে পারে। যুক্তিবিদ্যা কেবল পরোক্ষ চিন্তা নিয়ে আলোচনা করে। যুক্তিবিদ্যা যে পরোক্ষ চিন্তা নিয়ে আলোচনা করে তাকে বলে অনুমান (inference)। অনুমান একপ্রকার মানসিক ক্রিয়া যেখানে জ্ঞাত সত্য থেকে অজ্ঞাত সত্যে উপনীত হওয়া যায়। অনুমান ভাষায় প্রকাশ হলে তাকে বলে যুক্তি। প্রতিটি যুক্তির দুটি অংশ থাকে— হেতুবাক্য বা আশ্রয়বাক্য (premise) এবং সিদ্ধান্ত (conclusion)। জ্ঞাত সত্য যে বাক্যে প্রকাশ পায় তাকে বলে হেতুবাক্য, আর হেতুবাক্য থেকে নিষ্কাশিত বাক্যটিকে বলে সিদ্ধান্ত। অনুমান বা যুক্তি আবার দোষদুষ্ট (invalid) হতে পারে, আবার নির্দোষ (valid) হতে পারে। যুক্তিশাস্ত্রের লক্ষ্য হল, দোষদুষ্ট অনুমান পরিহার করে নির্দোষ অনুমান প্রতিষ্ঠা করা। নির্দোষ অনুমান লাভ করতে হলে চিন্তার কতকগুলি নিয়মকে (some laws of thought) অনুসরণ করতে হয়।

যুক্তিবিদ্যার সংজ্ঞা এভাবে দেওয়া যেতে পারে : যুক্তি বিজ্ঞান হল চিন্তা-সংক্রান্ত সেই শাস্ত্র যা আমাদের শুদ্ধ যুক্তির নিয়মাবলী সম্পর্কে অবহিত করে এবং সেইসব নিয়ম অনুসরণের মাধ্যমে কিভাবে অশুদ্ধ যুক্তি পরিহার করে শুদ্ধ যুক্তি লাভ করা যায়, সেই বিষয়ে আলোকপাত করে।

(iii) যুক্তিবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয় (*Scope of Logic*)

(ক) যুক্তিবিজ্ঞানের মুখ্য আলোচ্য বিষয় হল অনুমান বা যুক্তি, বিশেষ করে বৈধ বা শুদ্ধ যুক্তি।
(খ) যুক্তি বৈধ হতে গেলে বৈধতার কতকগুলি নিয়ম বা বিধি অনুসরণ করতে হয়। এজন্য যুক্তি বিধিও যুক্তিবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়।
(গ) বৈধ যুক্তিকে অবৈধ যুক্তির সঙ্গে পৃথক করার প্রয়োজন হয়। এজন্য অবৈধ যুক্তির দোষগুলিও (fallacies) যুক্তিবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয় হয়।
(ঘ) যুক্তি প্রকাশ পায় বচনের (proposition) মাধ্যমে। এজন্য বচনের বৈশিষ্ট্য ও তার বিভিন্ন প্রকার যুক্তিবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয় হয়।
(ঙ) বচন হল পদ(Term)-সংযোগ। কাজেই পদের বৈশিষ্ট্য, পদের ব্যাপ্যতা ইত্যাদিও যুক্তিবিজ্ঞানে আলোচিত হয়।
(চ) অনুমান বা যুক্তির বিভিন্ন প্রকার আছে। সেসব প্রকারও যুক্তি বিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়।

● নীতিবিদ্যা (Ethics)

(i) 'Ethics' শব্দটির শব্দগত অর্থ বিশ্লেষণ (*Etymological meaning of Ethics*)

ইংরেজি 'Ethics' শব্দটি এসেছে গ্রিক শব্দ 'Ethica' থেকে। 'Ethica' শব্দটির উৎসমূল আবার অন্য একটি গ্রিক শব্দ 'Ethos'। 'Ethos' শব্দটির অর্থ হল 'চরিত্র', 'রীতি-নীতি', 'আচার-আচরণ'। আচরণ হল চরিত্রের বহিঃপ্রকাশ— আচার-আচরণের মাধ্যমেই মানুষের চরিত্র প্রকাশ পায়। এজন্য নীতিবিদ ম্যাকেঞ্জি বলেছেন, 'নীতিবিদ্যার আলোচ্য বিষয় হল মানুষের আচরণের ঔচিত্য বা ভালোত্ব বিচার'।

(ii) **নীতিবিদ্যার সংজ্ঞা** *(Definition of Ethics)*

ম্যাকেঞ্জি (Mackenzie) নীতিবিদ্যার সংজ্ঞায় বলেছেন, 'নীতিবিদ্যা হল আচরণের ঔচিত্য বা ভালোত্ব সম্বন্ধীয় বিজ্ঞান'

নীতিবিদ্যা সম্পর্কে অধ্যাপক লিলির (W. Lillie) সংজ্ঞাটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, কেননা সংজ্ঞাটিতে নীতিবিদ্যার মূল বৈশিষ্ট্যগুলির উল্লেখ আছে। লিলির মতে, 'নীতিবিদ্যা হল সমাজে বসবাসকারী মানুষের আচরণ সম্বন্ধীয় এমন এক আদর্শনিষ্ঠ বিজ্ঞান যেখানে মানুষের কোন্ আচরণ উচিত না অনুচিত, ভালো না মন্দ, বা অনুরূপ বিচার করা হয়।

(iii) **নীতিবিদ্যার স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য** *(Nature and characteristics of Ethics)*

নীতিবিদ্যা প্রসঙ্গে লিলির (Lillie) সংজ্ঞাটি বিশ্লেষণ করলেই নীতিবিদ্যার স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্যের পরিচয় পাওয়া যায়।

প্রথমত, **নীতিবিদ্যা একটি বিজ্ঞান।** 'বিজ্ঞান' বলতে বোঝায়, কোনো বিশেষ প্রকার বস্তু বা ঘটনা সম্পর্কে যুক্তিসম্মত জ্ঞান যা সর্বজনগ্রাহ্য হয়। এই অর্থে, নীতিবিদ্যাও বিজ্ঞান। নীতিবিদ্যারও এক বিশেষ আলোচ্য বিষয় আছে এবং তা হল, মানুষের স্বেচ্ছাকৃত কর্মের বা আচরণের নৈতিকবিচার, এবং ওই বিচার করা হয় যুক্তিসম্মতভাবে যাতে তা সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য হতে পারে।

দ্বিতীয়ত, **নীতিবিদ্যা এক আদর্শনিষ্ঠ বিজ্ঞান,** তথ্যনিষ্ঠ বা বস্তুনিষ্ঠ বিজ্ঞান নয়। আদর্শনিষ্ঠ বিজ্ঞানে কোনো এক আদর্শের প্রেক্ষিতে মানুষের আচরণের মূল্যায়ন করে, মানুষের আচরণ ভালো না মন্দ তা বিচার করে। কাজেই নীতিবিদ্যা এক আদর্শনিষ্ঠ বিজ্ঞান।

তৃতীয়ত, **নীতিবিদ্যার আলোচ্য বিষয় হল 'আচরণ' অর্থাৎ 'মানুষের স্বেচ্ছাকৃত কর্ম' বা 'ঐচ্ছিক ক্রিয়া'।** 'আচরণ' বা 'ঐচ্ছিক ক্রিয়া' বলতে বোঝায় সেইসব ক্রিয়াকে যাদের কর্মকর্তা ইচ্ছা হলে করতে পারে, আবার ইচ্ছা হলে না করতেও পারে। আবার, 'আচরণ' বলতে কেবল চলা-বলার মতো বাহ্যিক আচরণকেই বোঝায় না, সেসবের মূলে যে কামনা-বাসনা, উদ্দেশ্য অভিপ্রায় যুক্ত থাকে, তাদেরও বোঝায়।

চতুর্থত, **কেবল মানুষের আচরণই নীতিবিদ্যার আলোচ্য বিষয়, মনুষ্যেতর প্রাণীর ক্রিয়াকলাপ নয়।** ইতর প্রাণীর চলার পথ একটাই এবং তা হল সহজ-প্রবৃত্তির পথ (instinct); মানুষের স্বেচ্ছাকৃত কর্ম ইতর প্রাণীর অন্ধ প্রতিক্রিয়া নয়, এবং সেজন্য কেবল মানুষের কর্মেরই নৈতিক বিচার হয়।

পঞ্চমত, **নীতিবিদ্যা সমাজে বসবাসকারী মানুষের আচরণ নিয়েই আলোচনা করে।** সমাজের পটভূমিতেই মানুষের কাজের নৈতিক বিচার—ভালোত্ব-মন্দত্বের বিচার—সম্ভব।

সৌন্দর্য তত্ত্বের আলোচনা ছাড়া যদিও আমাদের দর্শনের পরিধি বা বৃত্ত সম্পূর্ণ হয় না তবুও যেহেতু তা পাঠক্রম বহির্ভূত, আমরা পরবর্তী পর্যায়ে তা আলোচনা করব।

● সমাজ-দর্শন (Social Philosophy)

দর্শনের যে শাখা মানুষের সামাজিক দিকটি নিয়ে আলোচনা করে, সেই দিকটি হল 'সমাজ দর্শন' (Social Philosophy)। অন্যভাবে বলা যায়, সমাজ-দর্শন হল সমাজবদ্ধ মানুষের জীবন সম্পর্কে দর্শনসম্মত আলোচনা।

সমাজ-দর্শনকে সামাজিক বিজ্ঞান (Social Science) থেকে ভিন্ন করে বোঝা প্রয়োজন। সমাজ-বিজ্ঞান বা সামাজিক বিজ্ঞান সমাজস্থ মানুষের কোনো একটি সামাজিক দিক নিয়ে আলোচনা করে। সমাজ-দর্শন হল, সেইসব বিভিন্ন সমাজ-বিজ্ঞানের সমন্বয়সাধন (Social Philosophy is the synthesis of all Social Sciences)। বিভিন্ন সমাজ-বিজ্ঞান যথা— রাষ্ট্রনীতি, অর্থনীতি, নীতিবিদ্যা, সমাজ-মনোবিদ্যা প্রভৃতি সমাজ-জীবনের এক-একটি দিক নিয়ে আলোচনা করে ও নিজ নিজ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়। সমাজ-বিজ্ঞানের কোনো একটিও মানুষের সামাজিক জীবনের সমগ্র দিক নিয়ে আলোচনা করে না। সমাজ-দর্শন বিভিন্ন সমাজ-বিজ্ঞানকে একত্র করে সামাজিক মানুষের জীবনের সমগ্র দিকের প্রতি আলোকপাত করে। এজন্য বলা হয়, সমাজ-দর্শনের কাজ হল 'সমাজ-বিজ্ঞান ও দর্শনের মধ্যে সমন্বয়সাধন করা'।

এজন্য প্রখ্যাত সমাজতাত্ত্বিক গিনস্‌বার্গ (Ginsberg) সমাজ-দর্শনের দুটি দিকের উল্লেখ করেছেন— সমালোচনার দিক থেকে এর মুখ্য কাজ হল—বিভিন্ন সমাজ-বিজ্ঞানের সিদ্ধান্তগুলির যাথার্থ্য বিচার করা। সমাজ-দর্শনের দ্বিতীয় অর্থাৎ সমন্বয়মূলক দিকটি আসলে মূল্যায়নের দিক। এই দিকটির মুখ্য কাজ হল—সামাজিক আদর্শের স্বরূপ ও তার মূল্য নির্ধারণ করা।

মেজর কোর্সের ছাত্রছাত্রীদের সুবিধার্থে পাঠক্রম বহির্ভূত অথচ প্রয়োজনীয় বিষয়ের আলোচনা।

দর্শনের স্বরূপ ও সংজ্ঞা

Analysis of important philosophical definitions

১। বিভিন্ন দার্শনিকের দর্শনের সংজ্ঞা

(ক) প্রাচীন গ্রিসের অন্যতম শ্রেষ্ঠ দার্শনিক **প্লেটোর** মতে, 'দর্শন' (Philosophy) বলতে বোঝায় 'প্রজ্ঞানুরাগ'—'জ্ঞানের প্রতি অনুরাগ' (love of wisdom)। প্রজ্ঞা কোনো খণ্ডজ্ঞান বা আংশিক জ্ঞান নয়, তা হল সমগ্রের জ্ঞান (knowledge of whole)—বিশ্ব চরাচরের সব কিছুর মধ্যস্থিত সারসত্তার (essence) জ্ঞান। সারসত্তার বা বস্তুস্বরূপের জ্ঞানলাভ করাই হল দর্শনের লক্ষ্য (Philosophy is the knowledge of reality)।

প্লেটো তাঁর দর্শনে দুটি জগতের উল্লেখ করেছেন—ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য চিরচঞ্চল বিশেষ বিশেষ বস্তু ও ব্যক্তির (individuals) জগৎ এবং বিশুদ্ধ বুদ্ধিলব্ধ ইন্দ্রিয়াতীত শাশ্বত ধারণার (ideas) জগৎ। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের কোনো কিছুই স্থির নয়—চিরচঞ্চল। জগতের প্রতিটি বস্তু বা ব্যক্তি কোনো-না-কোনো জাতির অন্তর্গত। ব্যক্তির পরিবর্তন হলেও জাতির পরিবর্তন হয় না। ব্যক্তি-মানুষের জন্ম-মৃত্যু হলেও মানুষ-জাতির জন্ম-মৃত্যু হয় না। জাতিই হল সত্য। ব্যক্তি হল জাতির অনুলিপি (copy) বা দৃষ্টান্ত (instance) মাত্র। অনেকের মধ্যে যা সাধারণভাবে উপস্থিত থাকে, তাই জাতি। জাতি কোনো বিশেষ বস্তু বা ব্যক্তি নয়। জাতি হল সামান্য ধারণা (idea or concept), যা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয়, যাকে বিশুদ্ধ বুদ্ধির মাধ্যমে উপলব্ধি করতে হয়। এই-জগতের প্রতিটি বৃক্ষ হল বৃক্ষত্বের অর্থাৎ বৃক্ষ-সামান্যের অনুলিপি বা দৃষ্টান্ত; প্রতিটি মানুষ মনুষ্যত্বের অর্থাৎ মনুষ্যত্ব-সামান্যের অনুলিপি বা দৃষ্টান্ত। তাহলে জাতি বা ধারণাই হল মূল—চিরচঞ্চল জগতের সকল কিছুই সেই মূলের (original) অনুলিপি (copy) মাত্র। বস্তুজগৎ আসলে শাশ্বত ধারণা-জগতের ছায়ামাত্র। প্রত্যক্ষগ্রাহ্য বস্তুজগতের অন্তরালে ধারণার জগৎ, ভাবময় জগৎই সৎ। ধারণাই সদ্‌বস্তু। দর্শনের লক্ষ্য হল পরিবর্তনশীল বস্তু জগতের আবরণ সরিয়ে সেই নিত্য ও শাশ্বত ভাবময় জগতের অনুসন্ধান করা। এজন্য প্লেটো বলেছেন, "জগতের অন্তরালবর্তী চিরন্তন সত্যকে, সারসত্তাকে জানাই হল দর্শনের অভীষ্ট" (Philosophy aims at knowledge of the eternal, of the essential nature of things)।

সমালোচনা ■ *Criticism*

দর্শন সম্পর্কে প্লেটোর অভিমত ত্রুটিমুক্ত নয়।

প্রথমত, প্লেটো দর্শনকে অধিবিদ্যার (Metaphysics) সমার্থক মনে করে ভুল করেছেন। অধিবিদ্যা বস্তুর অবভাসিক রূপটিকে (appearance) পরিহার করে কেবল বস্তুর স্বরূপ (essence) নিয়েই আলোচনা করে। দর্শনের লক্ষ্য হল সমগ্র সত্যকে অনুসন্ধান করা। সত্যের সমগ্র রূপটি উপলব্ধি করতে হলে বস্তুর বাহ্যরূপটিকে উপেক্ষা করলে চলে না, কেননা তাদের মধ্যে অচ্ছেদ্য সম্পর্ক বিদ্যমান। এজন্য বস্তুর বাহ্যরূপ এবং আন্তররূপ উভয়ই দর্শনে আলোচিত হয়। দর্শন শুধু বস্তুর স্বরূপ সন্ধানেই ব্যস্ত থাকে না, তার বাহ্যরূপটিকেও সযত্নে বিচার-বিশ্লেষণ করে।

দ্বিতীয়ত, দর্শন ও অধিবিদ্যা অভিন্ন বললে সমগ্র ও অংশকে অভিন্ন বলতে হয়, কেননা অধিবিদ্যা সমগ্র দর্শন নয়, দর্শনের একটি অংশ বা শাখা মাত্র। অধিবিদ্যা দর্শনের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ হলেও আধিবিদ্যক আলোচনায়

দার্শনিক আলোচনা নিঃশেষ হয় না। দর্শনের পরিধি অধিবিদ্যার পরিধি অপেক্ষা অনেক বেশি ব্যাপক। অধিবিদ্যা ছাড়াও দর্শনের আরও অনেক গুরুত্বপূর্ণ শাখা আছে। যেমন— রূপবিদ্যা (Phenomenology), জ্ঞানবিদ্যা (Epistemology), মানবিদ্যা (Axiology) ইত্যাদি। কাজেই, দর্শনকে অধিবিদ্যার সমার্থক মনে করে প্লেটো সঠিক কাজ করেননি।

(খ) **অ্যারিস্টটলের মতে,** দর্শনের লক্ষ্য হল—জগৎ ও জীবনের অন্তরালবর্তী স্বয়ংসৎ মূলতত্ত্বের অনুসন্ধান করা, তাকে উপলব্ধি করা বা জানা (Philosophy investigates the nature of being as it is in itself)। অ্যারিস্টটলের মতে, এই তত্ত্বজ্ঞানই হল প্রকৃষ্ট জ্ঞান, কেননা, এই জ্ঞানের উদ্দেশ্য কেবল জ্ঞান-পিপাসার নিবৃত্তি, ব্যবহারিক কোনো প্রয়োজন সাধন নয়। এই ধরনের জ্ঞানের জন্য জ্ঞান-সঞ্চয়ই হল প্রকৃষ্ট জ্ঞান। এজন্য প্লেটোর মতো অ্যারিস্টটলও অধিবিদকে বলেছেন Lover of Wisdom অর্থাৎ জ্ঞানানুরাগী এবং অধিবিদ্যাকে বলেছেন 'প্রকৃষ্ট দর্শন' বা 'প্রথম দর্শন' (First Philosophy)।

প্লেটোর অভিমতের বিরুদ্ধে যেসব আপত্তি উত্থাপিত হয়েছে, অ্যারিস্টটলের অভিমতের বিরুদ্ধেও তা প্রযুক্ত হয় বলে সেগুলির আর পুনরাবৃত্তি করা হল না।

(গ) **কান্টের মতে** দর্শনের কাজ কোনো অতীন্দ্রিয় সত্তার অন্বেষণ নয়, দর্শনের কাজ হল জ্ঞান-সম্পর্কিত আলোচনা। 'দর্শন হল জ্ঞান-সম্পর্কীয় বিজ্ঞান এবং তার সমালোচনা' (Philosophy is the science and criticism of cognition)। জ্ঞান কি কি পূর্বশর্ত বা প্রাক্-উপকরণের ওপর নির্ভরশীল, কীভাবে তারা পরস্পর মিলিত হয়ে কাজ করে? জ্ঞানের ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতার অবদান কতটা, বুদ্ধির অবদানই বা কতখানি? জ্ঞানের সীমারেখা কতদূর বিস্তৃত? এসব জ্ঞান-সংক্রান্ত প্রশ্ন নিয়েই দর্শন আলোচনা করে। কাজেই কান্টের মতে, দর্শনের কাজ হল জ্ঞানের প্রাক্-উপকরণ অনুসন্ধান ও তাদের বিচার-বিশ্লেষণ।

সমালোচনা ■ *Criticism*

দর্শন সম্পর্কে কান্টের অভিমত গ্রহণযোগ্য নয়। কান্ট দর্শন ও জ্ঞানবিদ্যাকে অভিন্ন মনে করে ভুল করেছেন। জ্ঞানসংক্রান্ত আলোচনাই দর্শনে সব নয়। অপরাপর আলোচনাও দর্শনের অন্তর্ভুক্ত। প্রকৃতপক্ষে জ্ঞানবিদ্যা দর্শনের একটি বিভাগ বা শাখা মাত্র, সমগ্র দর্শন নয়। দর্শনের পরিসর জ্ঞানবিদ্যার পরিসর অপেক্ষা অনেক বেশি ব্যাপক। জ্ঞানবিদ্যা ছাড়াও দর্শনের অন্যান্য শাখা আছে। যেমন—অধিবিদ্যা, রূপবিদ্যা, মানবিদ্যা ইত্যাদি। জ্ঞান হল কোনো বিষয়ের জ্ঞান। দর্শন যেমন জ্ঞানের প্রকৃতি জানতে চায়, তেমনি সেই জ্ঞানের বিষয়ের স্বরূপও জানতে চায়। বিষয়কে বাদ দিয়ে নিছক জ্ঞানের আলোচনা অসম্পূর্ণ। জ্ঞানবিদ্যা সার্থক হতে পারে আধিবিদ্যক আলোচনায়। কাজেই জ্ঞানবিদ্যার মতো অধিবিদ্যাকেও দর্শনের অন্তর্ভুক্ত করতে হয়।

তাছাড়া, জ্ঞানের প্রাক্‌শর্তের আলোচনা বিজ্ঞানেও সম্ভব হতে পারে এবং সেক্ষেত্রে বিজ্ঞান ও দর্শনের মধ্যে কোনো পার্থক্য থাকে না। এভাবে, বিজ্ঞান থেকে দর্শনকে স্বতন্ত্র মনে না করে কান্ট সঠিক কাজ করেননি।

(ঘ) **হার্বার্ট স্পেন্সার** (*Herbert Spencer*) [1820-1903]

হার্বার্ট স্পেন্সারের মতে দর্শনও একপ্রকার বিজ্ঞান যদিও তা সব বিজ্ঞানের সেরা বিজ্ঞান। স্পেন্সারের মতে, "দর্শন হল বিভিন্ন বিজ্ঞানের সমন্বয়" (Philosophy is the synthesis of different sciences)। সংজ্ঞাটিতে একথাই বলা হয়েছে যে, বিভিন্ন বিজ্ঞান খণ্ড সত্যের অনুসন্ধান করে, আর দর্শন সেইসব খণ্ড সত্যকে একত্র করে অখণ্ড সমগ্র সত্যের অনুসন্ধান করে। বিভিন্ন বিজ্ঞান হল বিশ্বের এক এক অংশ সম্পর্কে বিশিষ্ট জ্ঞান, আর দর্শন হল সেই সব বিশিষ্ট জ্ঞানের সমন্বয় এবং এই অর্থে বিজ্ঞান সমূহের বিজ্ঞান। বিভিন্ন বিজ্ঞান বিশ্বের ভিন্ন ভিন্ন অংশ সম্পর্কে আলোচনা করে, যেখানে একের আলোচনাক্ষেত্র অন্যের আলোচনাক্ষেত্র থেকে স্বতন্ত্র। এর ফলে কোনো বিজ্ঞানই বিশ্ব সম্পর্কে পূর্ণচিত্র রচনা করতে পারে না। পক্ষান্তরে, দর্শন বিভিন্ন বিজ্ঞানের সিদ্ধান্তগুলিকে সমন্বিত করে বিশ্ব সম্পর্কে এক পূর্ণচিত্র রচনা করতে চায়।

বিজ্ঞানকে তিনটি মুখ্য ভাগে ভাগ করা যায়—জড়বিজ্ঞান (Physical Science), জীববিজ্ঞান (Life Science) এবং মনোবিজ্ঞান (Mental Science)। এই ত্রিবিধ বিজ্ঞানের সিদ্ধান্তসমূহের মধ্যে কোনো যোগ না থাকায়

কোনো বিজ্ঞানই বিশ্বের সমগ্র রূপটি উদ্‌ঘাটন করতে পারে না। দর্শন এই ত্রিবিধ বিজ্ঞানের মধ্যে যোগসাধন ক'রে দেখাতে চায় যে, জড়, প্রাণ ও মন পরস্পর-বিচ্ছিন্ন স্বতন্ত্র সত্তা নয়—তারা একই চরম সত্তার ক্রমবিকাশ। বিশ্ব-বিবর্তনের ইতিহাসে একই চরমসত্তা থেকে জড়, জড় থেকে প্রাণ এবং প্রাণ থেকে মন বা চেতনার উদ্ভব ঘটেছে। এভাবে দর্শন ভিন্ন ভিন্ন বিজ্ঞানের আপাতবিচ্ছিন্ন সিদ্ধান্তগুলিকে একত্র করে বিশ্ব সম্পর্কে এক পূর্ণাঙ্গ চিত্র রচনা করতে চায়। বিভিন্ন বিজ্ঞানের সিদ্ধান্তসমূহ আপাত-বিরোধী হলেও তারা একই ঐক্যসূত্রে গ্রন্থিবদ্ধ। দর্শনের অভীষ্ট হল ঃ সেইসব আপাতবিরোধী সিদ্ধান্তসমূহকে একত্র করে সমগ্র বিশ্ব সম্পর্কে এক সুসংহত ও পূর্ণাঙ্গ জ্ঞান দান করা।

সমালোচনা ■ *Criticism*

বিজ্ঞানের সঙ্গে দর্শনের সম্পর্ক স্বীকার করা গেলেও একথা বলা যায় না যে, "দর্শন বিভিন্ন বিজ্ঞানের সমন্বয় বা সমাহার" ছাড়া অন্য কিছু নয়। দর্শন শুধু বিভিন্ন বিজ্ঞানের সমন্বয় নয়, দর্শন তদতিরিক্ত আরও কিছু। এজন্য দর্শনকে 'বিজ্ঞান' বলা যুক্তিযুক্ত নয়। বস্তুত দর্শন ও বিজ্ঞানের মধ্যে কিছু গুণগত পার্থক্য আছে।

প্রথমত, বিজ্ঞান কেবল প্রত্যক্ষগ্রাহ্য জগৎ নিয়ে আলোচনা করে, কিন্তু দর্শন সেই সঙ্গে ইন্দ্রিয়াতীত জগতের স্বরূপও জানতে চায়। *দ্বিতীয়ত,* বিজ্ঞান ইন্দ্রিয়-অভিজ্ঞতাকেই একমাত্র অভিজ্ঞতা বলে মনে করে। কিন্তু 'অভিজ্ঞতা' বলতে কেবল ইন্দ্রিয়-অভিজ্ঞতাই বোঝায় না—ধর্মীয় অভিজ্ঞতা, নৈতিক অভিজ্ঞতা, নান্দনিক অভিজ্ঞতা—এসবও মানব অভিজ্ঞতার অন্তর্ভুক্ত। দর্শনে সমগ্র মানব-অভিজ্ঞতাকেই গ্রহণ করা হয়। এজন্য, বিজ্ঞান আত্মিক ও আধ্যাত্মিক ব্যাপারে উদাসীন হলেও দর্শনে সেসব অন্তর্ভুক্ত হয়। *তৃতীয়ত,* বিজ্ঞান ও দর্শনের দৃষ্টিভঙ্গিরও পার্থক্য আছে। বিজ্ঞান বস্তুর বাহ্যরূপটির বিশ্লেষণ ক'রে বর্ণনা করে, আর দর্শন সেসবের আন্তররূপের সন্ধান করে এবং তাদের মূল্যায়ন করে। বিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গি বিশ্লেষণাত্মক ও বর্ণনামূলক, দর্শনের দৃষ্টিভঙ্গি সমন্বয়ী ও মূল্যবোধক।

এসব কারণে দর্শনকে 'বিজ্ঞানের' সমমানের গণ্য করে বলা যাবে না যে, 'দর্শন বিভিন্ন বিজ্ঞানের সমন্বয় মাত্র'।

(ঙ) **রাসেল** (*Russell*) [1872-1970]

বিংশ শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ইংরেজ দার্শনিক রাসেল-এর মতে, 'বিজ্ঞানের মূল প্রত্যয়গুলির বিচার-বিশ্লেষণ করাই হল দর্শনের কাজ' (Philosophy is the critical study of the fundamental concepts of science)। প্রতিটি বিজ্ঞান কতকগুলি মৌল প্রত্যয়ের (fundamental concepts) সাহায্যে প্রকৃতি, প্রাকৃতিক বস্তু ও ঘটনার ব্যাখ্যা দেয়। এসব মৌল প্রত্যয়ের সাহায্য ছাড়া বিজ্ঞান কোনো বস্তু বা ঘটনারই ব্যাখ্যা দিতে পারে না। কিন্তু এসব মৌল প্রত্যয়ের সাহায্যে বিজ্ঞান জগতের ব্যাখ্যা করতে পারলেও, সেসব মৌল প্রত্যয়গুলির কোনো ব্যাখ্যা দিতে পারে না। বিজ্ঞান এদের নির্বিচারে সত্য বলে মেনে নেয়। দেশ, কাল, কার্য-কারণ, দ্রব্য প্রভৃতির প্রত্যয় বা ধারণা হল এই জাতীয়।

বৈজ্ঞানিক অভিমত অনুসারে, এ জগতের প্রতিটি বস্তু দেশে অবস্থান করে, প্রতিটি ঘটনা কালে ঘটে। দেশকে বাদ দিয়ে বস্তু কল্পনা করা যায় না, তেমনি কালকে বাদ দিয়ে ঘটনা চিন্তা করা যায় না। কিন্তু, দেশ ও কালের মাধ্যমে বস্তু ও ঘটনার ব্যাখ্যা দিতে সমর্থ হলেও দেশ ও কালকে বিজ্ঞান ব্যাখ্যা করতে পারে না; তাদের কেবল 'আছে' বলে মেনে নেয়। 'দেশ' বলতে বাস্তবিক কী বোঝায়? 'কালের'ই বা অর্থ কী? জাগতিক বস্তু দেশে অবস্থান করলেও দেশ কোথায় অবস্থান করে? প্রাকৃতিক ঘটনা কালে ঘটলেও কাল কোথায় ঘটে? দেশ ও কালের স্বরূপ কী? এসব প্রশ্ন নিয়ে কোনো বিজ্ঞানই আলোচনা করে না। বিজ্ঞানের এসব মৌল প্রত্যয়ই হল দর্শনের আলোচ্য বিষয়। দর্শন এসব প্রত্যয়ের বিচার-বিশ্লেষণ করে তাদের সুস্পষ্ট অর্থ নির্ণয় করতে প্রয়াসী হয়।

কাজেই রাসেল-এর মতে, বিজ্ঞানের সঙ্গে দর্শনের মুখ্যত কোনো প্রভেদ নেই। দর্শন কেবল বিজ্ঞান অপেক্ষা বেশি বিচার-বিশ্লেষণমূলক—বিজ্ঞান যে প্রত্যয়গুলিকে নির্দ্বিধায় মেনে নেয়, দর্শন বিচার-বিশ্লেষণ দ্বারা তাদের অর্থ সুস্পষ্ট করে। ("Philosophical knowledge does not differ essentially from scientific knowledge.....The essential characteristics of philosophy, which makes it a study distinct from science, is Criticism. It examines critically the principles employed in science."—*Russell: Problems of Philosophy*).

সমালোচনা ■ *Criticism*

রাসেল-এর অভিমত মেনে নিলে দর্শন ও বিজ্ঞানের মধ্যে কোনো পার্থক্য থাকে না—গুণগতভাবে উভয়েই সমমানের হয়ে পড়ে। এই মতে, দর্শন কেবল বিজ্ঞান অপেক্ষা বেশি বিচার-বিশ্লেষণমূলক, অর্থাৎ উভয়ের মধ্যে পার্থক্য কেবল পরিমাণগত। কিন্তু দর্শন ও বিজ্ঞানের মধ্যে গুণগত পার্থক্য অস্বীকার করা যায় না। বিজ্ঞান বিষয়ের বর্ণনা দেয়, দর্শন তাদের মূল্যায়নও করে। বিজ্ঞান বিষয়ের বাহ্যরূপের আলোচনা করে, দর্শন সেই সঙ্গে বস্তুর আন্তররূপটিকেও অর্থাৎ বস্তুর স্বরূপকেও জানতে চায়। বিজ্ঞান খণ্ডজ্ঞান দেয়, দর্শন অখণ্ড সত্যের অনুসন্ধান করে। বিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গি বিশ্লেষণাত্মক, দর্শনের দৃষ্টিভঙ্গি সমন্বয়ী। বিজ্ঞান অধিবিদ্যাকে অগ্রাহ্য করে, কিন্তু আধিবিদ্যক আলোচনা ছাড়া দর্শন সার্থক ও সম্পূর্ণ হতে পারে না। বস্তুত, দর্শনের আলোচনাক্ষেত্র থেকে অধিবিদ্যাকে বর্জন করে রাসেল দর্শনের অঙ্গহানি ঘটিয়েছেন।

(চ) এয়ার (*Ayer*) [1910-1989]

সাম্প্রতিককালে ন্যায়গত প্রত্যক্ষবাদী (Logical Positivist) ইংরেজ দার্শনিক এয়ার (A.J. Ayer)-এর মতে দর্শন হল ভাষার সমালোচনা (Philosophy is the critique of language)। জগৎ ও জীবনের সঠিক অর্থ জানাই যদি দর্শনের লক্ষ্য হয়, তাহলে তা ভাষার সমালোচনার মাধ্যমে, ভাষা-বিশ্লেষণের মাধ্যমেই সম্ভব হতে পারে। ভাষার সঠিক ব্যবহার, ন্যায়গত ব্যবহার, না জানার জন্য আমরা জগৎ ও জীবন সম্পর্কে এমন সব উক্তি করি যা অর্থহীন, এমন সব সমস্যার কল্পনা করি যা আসল সমস্যা নয়, সমস্যাভাসমাত্র (Pseudo-problems)। দর্শনের কাজ হল ভাষা-বিশ্লেষণের মাধ্যমে বাক্যের সঠিক অর্থ নিরূপণ করা, বাক্যের অন্তর্গত শব্দের সঠিক সংজ্ঞা প্রদান করা। কাজেই এয়ার-এর মতে, দর্শন ন্যায়শাস্ত্রেরই (logic) একটি অঙ্গ (Philosophy is a department of logic. —*Language, Truth and Logic.*)।

এয়ার দু'ধরনের অর্থপূর্ণ বাক্যের উল্লেখ করেছেন—বিশ্লেষক ও সংশ্লেষক। বিশ্লেষক বচনে বিধেয়টি কেবল উদ্দেশ্যপদের অন্তর্নিহিত অর্থকে প্রকাশ করে বলে তা স্বতঃসত্য। বিশ্লেষক বচনের বিরোধী বচন স্বতঃমিথ্যা। সংশ্লেষক বচনে বিধেয়টি নতুন তথ্য সংযোজন করে বলে সেই বচনের সত্যতা পরীক্ষানিরীক্ষার দ্বারা যাচাই করতে হয়। যেসব বাক্যের সত্যতা অভিজ্ঞতার দ্বারা (পরীক্ষানিরীক্ষার দ্বারা) যাচাই করা যায় না, তাদের সত্য অথবা মিথ্যা কোনোটাই বলা যায় না বলে সেইসব বাক্য অর্থহীন। এটাই হল ন্যায়গত প্রত্যক্ষবাদীদের অর্থের যাচাইকরণতত্ত্ব (verification theory of meaning)। অর্থের এই যাচাইকরণতত্ত্ব অনুসারে কোনো তথ্যজ্ঞাপক (সংশ্লেষক) বাক্যের অর্থ নির্ভর করে অভিজ্ঞতার দ্বারা সেই বাক্যটির যাচাই হওয়ার ওপর (এয়ার-এর মতে যাচাই হওয়ার মতো সম্ভাবনা থাকলেও বাক্যটি অর্থপূর্ণ হবে)। কাজেই, এয়ার-এর মতে, 'বাক্যের অর্থ' বলতে বোঝায় তার যাচাইযোগ্যতা।

কিন্তু এ যাবৎ দর্শনে, বিশেষ করে অধিবিদ্যায় যেসব বচন উল্লেখ করা হয়েছে, এয়ার-এর মতে, তাদের অধিকাংশ আসলে কোনো বচন নয়, বচনাভাসমাত্র (Pseudo-statements) এবং সেজন্য অর্থহীন। ঈশ্বর, দ্রব্য, আত্মা-সংক্রান্ত আধিবিদ্যক সমস্ত বচন অর্থহীন, কেননা সেসব বচন বিশ্লেষক নয়। আবার, তাদের তথ্যজ্ঞাপক সংশ্লেষক বচনও বলা যাবে না, কেননা তাদের সত্যতা/মিথ্যাত্ব অভিজ্ঞতা দিয়ে যাচাই করা সম্ভব হতে পারে না। কাজেই এয়ার-এর সিদ্ধান্ত হল—অধিবিদ্যার সব বচন অর্থহীন (Metaphysical assertions are non-sensical)।

এয়ার-এর মতে, ভাষাজনিত বিভ্রান্তিই হচ্ছে অর্থহীন আধিবিদ্যক বচনের মূল উৎস। ভাষার ভ্রান্ত বিশ্লেষণের জন্যই আধিবিদ্যক সমস্যার উদ্ভব হয়েছে। অধিবিদ ব্যাকরণসম্মত বাগ্‌রীতি (grammatical rules) অনুসরণ করলেও ন্যায়গত বাক্যরীতি (Logical syntax) অনুসরণ করেন না। ব্যাকরণের নিয়ম অনুসারে প্রত্যেক বাক্যেই উদ্দেশ্য এবং বিধেয় থাকবে, উদ্দেশ্য পদটি বিশেষ্য পদ অথবা সর্বনাম পদ হবে, যা বিধেয় দ্বারা বিশেষিত হবে। এর থেকে অধিবিদগণ এমন এক ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করেছেন যে, বচনের উদ্দেশ্যটি হবে কোনো বস্তু বা ব্যক্তিবাচক, আর বিধেয় সেই বস্তু বা ব্যক্তির বাহ্যরূপকে প্রকাশ করবে। 'ফুলটি হল লাল' বললে বোঝায়, উদ্দেশ্যের অন্তর্গত 'ফুল' একটি বস্তুকে নির্দেশ করে, বিধেয়ের অন্তর্গত 'লাল' যার বাহ্যরূপ। এই ধারণার বশবর্তী হয়ে অধিবিদ 'দ্রব্য' ও 'গুণের' মধ্যে

অহেতুক পার্থক্যের কল্পনা করেন এবং গুণাতিরিক্তভাবে দ্রব্যের অনুসন্ধান করে অনেক জটিল সমস্যার সৃষ্টি করেন।

কাজেই এয়ার-এর মতে, দর্শনের কাজ কোনো তত্ত্ব অন্বেষণ নয়, দর্শনের কাজ হল ন্যায়সম্মতভাবে ভাষা-বিশ্লেষণের মাধ্যমে বাক্যের অর্থ সুস্পষ্ট করা—ভাষাগত বিভ্রান্তিগুলিকে উচ্ছেদ ক'রে, একদিকে আধিবিদ্যক বচনের অর্থহীনতা প্রদর্শন করা এবং অন্যদিকে বিজ্ঞানের বচনসমূহকে অর্থপূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠা করা।

সমালোচনা ■ *Criticism*

এয়ার-এর অভিমত গ্রহণ করা যায় না, কেননা—

(১) ভাষা-বিশ্লেষণকে দর্শন-আলোচনার একটি মূল্যবান উপায়রূপে স্বীকার করা গেলেও তা কখনোই দর্শনের লক্ষ্যবস্তু হতে পারে না। ভাষার সমালোচনাই দর্শনের লক্ষ্যবস্তু হলে ব্যাকরণ ও ভাষাতত্ত্বের (Philology) সঙ্গে দর্শনের কোনো পার্থক্য থাকে না। কিন্তু দর্শন কখনও ভাষা-বিশ্লেষণের সংকীর্ণ গন্ডির মধ্যে আবদ্ধ হতে পারে না।

(২) ভাষা কখনও নিরালম্ব হয়ে থাকতে পারে না—তথ্য বা তত্ত্বকে আশ্রয় করেই ভাষার জন্ম হয়। ভাষা যে বিশেষ নিয়ম ধরে চলে তার মূলে থাকে ভাষা-অতিরিক্ত সেই বিষয়, ভাষায় যাকে প্রকাশ করা হয়। ন্যায়গত প্রত্যক্ষবাদীরাও একথা অস্বীকার করেন না যে, বাক্যকে বিশ্লেষণ করে অন্তিম পর্যায়ে এমন এক বিশ্লেষণ-অযোগ্য মৌল বচন (Ostensive statement/Protocol statement) পাওয়া যায় যার সঙ্গে বস্তুর (object) যোগ থাকে সরাসরি। কাজেই, ভাষা-বিশ্লেষণের অন্তিম পর্যায়ে বস্তুস্বরূপের আলোচনা অর্থাৎ আধিবিদ্যক আলোচনা প্রয়োজনীয়রূপে দেখা দেয়।

(৩) ন্যায়গত প্রত্যক্ষবাদীদের 'অর্থের যাচাইকরণ তত্ত্বটিও' দোষদুষ্ট। বস্তুত বাক্যের অর্থ বাক্যটির যাচাই হওয়ার ওপর নির্ভর করে না। কোন্ বাক্য অর্থপূর্ণ বা কোন্ বাক্য অর্থহীন তা আমরা বাক্যটিকে যাচাই করার আগেই জানি এবং বাক্যের অর্থ অনুসারে তাকে যাচাই করতে প্রবৃত্ত হই অথবা হই না। "ফুলটি লাল", "সাত সংখ্যাটি লাল"—এখানে প্রথম বাক্যটি যে অর্থপূর্ণ এবং দ্বিতীয়টি অর্থহীন তা আমরা যাচাই করার আগেই জানি। আসলে, বাক্যের সত্যতা বা মিথ্যাত্ব যাচাইকরণের ওপর নির্ভরশীল, অর্থ নয়। কোনো বাক্য সত্য না মিথ্যা তা নির্ণয় করতে হলে যাচাইকরণের প্রয়োজন হয়, অর্থ নিরূপণের জন্য দরকার হয় না।

(৪) অভিজ্ঞতাবাদীদের মতো ন্যায়গত প্রত্যক্ষবাদী এয়ার-ও ইন্দ্রিয়-অভিজ্ঞতাকেই একমাত্র অভিজ্ঞতা এবং যাচাইকরণের মাধ্যম বলেছেন। কিন্তু ইন্দ্রিয়-অভিজ্ঞতা ছাড়াও আরও অনেক ধরনের অভিজ্ঞতা আছে। যেমন—ধর্মীয় অভিজ্ঞতা, নৈতিক অভিজ্ঞতা, নান্দনিক অভিজ্ঞতা ইত্যাদি। এই ধরনের অভিজ্ঞতার মাধ্যমে আধিবিদ্যক বচনেরও যাচাইকরণ সম্ভব হতে পারে এবং সেক্ষেত্রে তাদের আর অর্থহীন বলা যায় না।

দর্শনের মুখ্য বিভাগ

Philosophy– its relation with Principle branches

২। দর্শনের বিভিন্ন শাখাগুলির পারস্পরিক সম্বন্ধ

(ক) দর্শন ও অধিবিদ্যা (*Philosophy and Metaphysics*)

প্রাচ্যে ও পাশ্চাত্যে দর্শন ও অধিবিদ্যাকে অভিন্নরূপে গণ্য করে দর্শন আলোচনায় কেবল পরাতাত্ত্বিক বা আধিবিদ্যক আলোচনাই করা হয়েছে। প্রাচ্যের শঙ্কর-দর্শনে ব্রহ্মকেই একমাত্র সত্য এবং রূপময়জগতকে মিথ্যারূপে গণ্য করে সেখানে একমাত্র সদ্বস্তু ব্রহ্মের আলোচনাকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে।

একইভাবে, প্রাচীন গ্রিকদর্শনে বিশেষ করে প্লেটোর দর্শনে, আধিবিদ্যক আলোচনাই প্রাধান্য পেয়েছে। প্লেটোর মতে, বিশুদ্ধ বুদ্ধিলব্ধ প্রত্যয় (concept) বা ধারণাই (Ideas) একমাত্র সদ্বস্তু—অভিজ্ঞতালব্ধ জগতের বিশেষ বিশেষ বস্তু হল ধারণার প্রতিলিপি বা অনুকরণ (copy–imitation or model) মাত্র। কাজেই শাশ্বত, অপরিণামি সদ্বস্তুর ধারণাই দর্শনের আলোচ্য বিষয়। অর্থাৎ প্লেটোর মতে, আধিবিদ্যক আলোচনাই হল তত্ত্বালোচনা বা দর্শন আলোচনা।

আধুনিককালের অনেক বুদ্ধিবাদী দার্শনিক, যথা— স্পিনোজা, হেগেল, ব্যাড্‌লিও আধিবিদ্যক আলোচনাতেই নিমগ্ন থেকে আধিবিদ্যক আলোচনাকেই দর্শন-আলোচনারূপে গণ্য করেছে।

কিন্তু দর্শন ও অধিবিদ্যাকে অভিন্ন মনে করা সঙ্গত নয়। দর্শন হল জগৎ ও জীবন সম্পর্কে যুক্তিসম্মত সামগ্রিক আলোচনা, যে আলোচনা শুধুই পরাতাত্ত্বিক বা আধিবিদ্যক আলোচনার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে পারে না। সত্তা ও তার অভিব্যক্তি দুটি বিচ্ছিন্ন ও স্বতন্ত্র বিষয় নয়। অতীন্দ্রিয় জগৎ ও দৃশ্যমান জগৎ দুটি নিঃসম্পর্কিত জগৎ নয়। বস্তুর স্বরূপ (reality) ও তার বাহ্যপ্রকাশ (appearance) ওতপ্রোতভাবে জড়িত। বাহ্যরূপের বিচার-বিশ্লেষণ করেই আন্তররূপের বা আসল রূপের সন্ধান পাওয়া যায়। কাজেই দর্শন কখনও পরিদৃশ্যমান জগৎকে 'মিথ্যা' রূপে গণ্য করে (শঙ্কর বেদান্ত), প্রতিলিপি বা অনুকরণরূপে গণ্য করে (প্লেটো), সেই জগতের আলোচনাকে উপেক্ষা করতে পারে না। পরিদৃশ্যমান অভিজ্ঞতার জগৎ এবং অন্তরালবর্তী বৌদ্ধিক জগৎ— উভয়কেই সমান মর্যাদা দিয়ে দর্শনে আলোচনা করতে হবে।

(খ) দর্শন ও জ্ঞানবিদ্যা (*Philosophy and Epistemology*)

অনেক দার্শনিক যেমন ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হয়ে দর্শন ও অধিবিদ্যাকে অভিন্নরূপে গণ্য করেছেন, তেমনি অনেক দার্শনিক দর্শন ও জ্ঞানবিদ্যাকে অভিন্নরূপে গণ্য করে ভুল করেছেন। যেমন, জার্মান দার্শনিক কান্টের মতে, দর্শনের কাজ কোনো অতীন্দ্রিয় সত্তার অন্বেষণ নয়, দর্শনের কাজ হল জ্ঞান সম্পর্কিত আলোচনা। কান্ট বলেন, "দর্শন হল জ্ঞানসম্পর্কিত বিজ্ঞান এবং তার অনুপুঙ্খ বিচার-বিশ্লেষণ।' সাম্প্রতিককালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ দার্শনিক রাসেলও আধিবিদ্যক আলোচনার প্রতি গুরুত্ব না দিয়ে জ্ঞান সংক্রান্ত আলোচনাকেই গুরুত্ব দিয়েছেন। রাসেলের মতে, দর্শনের কাজ হল বিজ্ঞানের মূল প্রত্যয়গুলির বিচার-বিশ্লেষণ— অতীন্দ্রিয় বস্তু স্বরূপের অনুসন্ধান নয়। এসব দার্শনিকের মতে, দর্শন ও জ্ঞানবিদ্যা এক ও অভিন্ন।

সমালোচনা ■ *Criticism*

কান্ট এবং রাসেলের অভিমত সর্বাংশে গ্রহণযোগ্য নয়। দর্শন আলোচনার ক্ষেত্রে জ্ঞান-সংক্রান্ত আলোচনা একান্ত প্রয়োজনীয় হলেও তত্ত্ববিদ্যার অর্থাৎ অধিবিদ্যার প্রয়োজনীয়তাকে উপেক্ষা করা যায় না। জ্ঞানতাত্ত্বিক আলোচনা পরিহার করে নিছক তত্ত্বালোচনা যেমন নির্বিচারবাদে পরিণত হয়, তেমনি তত্ত্বালোচনাকে পরিহার করে শুধুই জ্ঞানতাত্ত্বিক আলোচনা করলে তা নিষ্ফল ও অসার বিষয়ে পরিণত হয়। একথা অস্বীকার করা যায়না যে, জ্ঞানতাত্ত্বিক আলোচনা অবশেষে তত্ত্বগত আলোচনার সঙ্গে অভিন্ন হয়ে যায়। জ্ঞানের ব্যাখ্যায় তিনটি বিষয়ের উল্লেখ করতে হয়— জ্ঞাতা, জ্ঞানের বিষয় ও জ্ঞান। এই তিনটি বিষয়ের স্বরূপ জানতে হলে তাত্ত্বিক আলোচনার প্রয়োজন হয়। প্রকৃতপক্ষে, জ্ঞানবিদ্যা ও অধিবিদ্যার মধ্যে কোনো বিরুদ্ধভাব নেই, কেননা দর্শনের দুটি বিভাগ বা শাখারূপে তারা পরস্পর পরস্পরের পরিপূরক। তদুপরি, তত্ত্ববিদ্যা যেমন সমগ্র দর্শন নয়, দর্শনের একটি বিভাগমাত্র, তেমনি জ্ঞানবিদ্যাও সমগ্র দর্শন নয়, দর্শনের একটি শাখামাত্র। এদের কোনো একটির আলোচনাতে দর্শন আলোচনা পূর্ণাঙ্গ হয় না।

(গ) দর্শন ও যুক্তিবিজ্ঞান (*Philosophy and Logic*)

দর্শন ও যুক্তিবিদ্যার সম্পর্ককে কেন্দ্র করে দুটি ভিন্ন মত আছে

প্রথম মতে, যা সাবেকী মত, দর্শন ও যুক্তিবিজ্ঞানের মধ্যে কোনো বৈরীভাব নেই, তারা পরস্পর পরস্পরের ওপর নির্ভরশীল।

দর্শন যুক্তিবিজ্ঞানের ওপর নির্ভরশীল :

দর্শন আলোচনায়, বিশেষ করে তত্ত্বের আলোচনায়, যুক্তিবিজ্ঞানের আলোচনা একান্তভাবে প্রাসঙ্গিক। দর্শনের লক্ষ্য বা অভীষ্ট হল, জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে সত্যজ্ঞান লাভ করা— সে-সবের অন্তর্নিহিত তত্ত্বের অনুসন্ধান করা। অনুসন্ধান বা আলোচনা মাত্রই চিন্তাঘটিত ব্যাপার। তত্ত্বের স্বরূপ সন্ধানে দার্শনিক অনুসন্ধান বা আলোচনাও এক চিন্তাগত প্রয়াস। এজন্য, সত্য অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে দার্শনিককে যুক্তিবিজ্ঞানের নির্দেশ মতো চিন্তার মূল সূত্রগুলিকে, যুক্তির বিধিগুলিকে, অনুসরণ করতে হয়। যুক্তি বিজ্ঞানের প্রমাণ পদ্ধতি, চিন্তার সূত্রাবলী প্রভৃতি অনুসরণ করেই

দার্শনিককে তার অভীষ্ট লাভের পথে, সত্য অন্বেষণের পথে, অগ্রসর হতে হয়। কাজেই বলতে হয় যে, দর্শনের, বিশেষ করে তত্ত্বালোচনার, ভিত্তিভূমি হল যুক্তি বিজ্ঞান।

যুক্তিবিজ্ঞান দর্শনের ওপর নির্ভরশীল :

যুক্তিবিজ্ঞানের আলোচনা দার্শনিক তত্ত্বের আলোচনা ছাড়া, আধিবিদ্যক আলোচনা ছাড়া, সম্পূর্ণ হতে পারে না। যুক্তিবিজ্ঞান চিন্তা-সংক্রান্ত বিজ্ঞান হলেও তা নিছক চিন্তার, নিরবয়ব বিমূর্ত চিন্তার আলোচনা নয়। চিন্তা কখনও নির্বিষয় হয়না, চিন্তার কোনো না কোনো 'বিষয়' থাকে। কোনো এক বিষয়কে অবলম্বন করেই চিন্তা অগ্রসর হয়। চিন্তার সূত্রগুলি যদি কোনো বাস্তব বিষয়ের ইঙ্গিত বহন না করে, যদি বস্তুশূন্য শূন্যগর্ভ হয়, তাহলে সেইসব সূত্র যথার্থরূপে গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। **স্পষ্টতই, যুক্তিবিজ্ঞানের চিন্তাঘটিত আলোচনায় বস্তু বা বিষয়ের আলোচনাও অন্তর্ভুক্ত হয় এবং এভাবে যুক্তিবিজ্ঞান দর্শনের তত্ত্বালোচনার (আধিবিদ্যক আলোচনার) ওপরও নির্ভরশীল হয়।**

কাজেই, প্রথম মতে, দর্শনের তত্ত্বালোচনা যেমন যুক্তিবিজ্ঞানের ওপর নির্ভর করে, তেমনি আবার যুক্তিবিজ্ঞানও দর্শনের তত্ত্বালোচনার ওপর নির্ভর করে।

দ্বিতীয় মতে, 'দর্শন এবং যুক্তিবিজ্ঞান' কথাটাই ভ্রান্ত, কেননা যুক্তিবিজ্ঞান অতিরিক্তভাবে 'দর্শন' বলে কিছু নেই। যুক্তিবিজ্ঞানের আলোচনাই দর্শনের আলোচনা। সাম্প্রতিককালের ন্যায়গত প্রত্যক্ষবাদীগণ (Logical Positivists), বিশেষ করে ইংরেজ দার্শনিক এয়ার (A.J.Ayer) এমন অভিমত প্রকাশ করেন। এয়ার-এর মতে, দর্শন হল ভাষার সমালোচনা (Philosophy is the critique of language), তদতিরিক্ত কিছু নয়। জগৎ ও জীবনের সঠিক অর্থ জানাই যদি দর্শনের লক্ষ্য হয়, তাহলে তা দর্শনে প্রচলিত ভাষার সমালোচনার মাধ্যমে, ভাষা বিশ্লেষণের মাধ্যমেই সম্ভব হতে পারে। ভাষার সঠিক ব্যবহার না জানার জন্যই এ-যাবৎ দার্শনিকরা জগৎ ও জীবন সম্পর্কে— জড়, আত্মা, ঈশ্বর ইত্যাদি সম্পর্কে— এমন সব উক্তি করেছেন যা অর্থহীন, এমন সব সমস্যার উল্লেখ করেছেন যা আসল সমস্যা নয়, সমস্যাভাসমাত্র (pseudo-problems)। দর্শনের কাজ হল, ভাষা-বিশ্লেষণের মাধ্যমে বাক্যের সঠিক অর্থ নিরূপণ করা, বাক্যের অন্তর্গত শব্দের সঠিক সংজ্ঞা প্রদান করা এবং এসব কাজ হল যুক্তিবিজ্ঞানের। কাজেই, এয়ার-এর (Ayer) মতে, দর্শন যুক্তিবিজ্ঞানেরই একটি অঙ্গ (Philosophy is a department of logic. *Language, Truth an Logic.* A.J. Ayer.)।

ন্যায়গত প্রত্যক্ষবাদীদের অভিমতটি গ্রহণ করা চলে না। ভাষা বিশ্লেষণকে দর্শন আলোচনার একটি মূল্যবান উপায়রূপে স্বীকার করা গেলেও তা কখনই সমগ্র দর্শন অথবা দর্শনের লক্ষ্যবস্তু হতে পারে না। দর্শন হল, জগৎ ও জীবন সম্পর্কে যুক্তিসম্মত সামগ্রিক আলোচনা, যা কখনও ভাষা-বিশ্লেষণের সংকীর্ণ গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ থাকতে পারে না। যুক্তিবিজ্ঞান আসলে, জ্ঞানবিদ্যা ও অধিবিদ্যার মতো দর্শনের একটি শাখামাত্র।

(ঘ) দর্শন ও নীতিবিদ্যা (*Philosophy and Ethics*)

নীতিবিদ্যায় আচরণের মূল্যায়নের জন্য যে নৈতিক আদর্শের, 'ভালোত্ব' সম্পর্কে নৈতিক বোধের, উল্লেখ করা হয় তা কোনো ব্যক্তি বিশেষের 'ভালো' নয়, কোনো বিশেষ দেশের অথবা বিশেষকালের 'ভালো' নয়, তা হল সার্বত্রিক ভালো—সর্বদেশের ও সর্বকালের ভালো। এখানে সঙ্গতভাবেই প্রশ্ন দেখা দেয়, 'এমন কোনো সর্বগত, সুচিরস্থায়ী, শাশ্বত নৈতিক মূল্য— অনন্য ভালোত্ব বা কল্যাণের আদর্শ আছে কি, যার পরিপ্রেক্ষিতে সর্বত্র এক ও অভিন্ন নৈতিক বিচার (ভালোত্ব-মন্দত্বের বিচার) সম্ভব হতে পারে? এই প্রশ্নের সদুত্তর বিজ্ঞানের অভিজ্ঞতাভিত্তিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে সম্ভব নয়। শাশ্বত নৈতিক ভালোত্বকে ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষে জানা যায় না, তাকে স্বজ্ঞার (intuition) মাধ্যমে, অপরোক্ষ অনুভূতির মাধ্যমে উপলব্ধি করতে হয়। নৈতিক পরমাদর্শের, সার্বত্রিক শাশ্বত ভালোত্বের, স্বরূপ-সন্ধানের জন্য নীতিবিদ্যাকে তাই ইন্দ্রিয়বেদ্য জগৎকে অতিক্রম করে ইন্দ্রিয়াতীত জগতে প্রবেশ করতে হয়, অর্থাৎ বিজ্ঞানসম্মত আলোচনাকে পরিহার করে আধিবিদ্যক আলোচনায় প্রবৃত্ত হতে হয়। মানবজীবনের পরম কল্যাণের (summum bonum) বা পরমাদর্শের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন যদি নীতিবিদ্যার লক্ষ্য হয় তাহলে দর্শনসম্মত তাত্ত্বিক আলোচনা বা আধিবিদ্যক আলোচনা ব্যতীত তা সম্ভব নয়। দর্শনের সঙ্গে নীতিবিদ্যার সম্পর্ক তাই গূঢ় সম্পর্ক। নীতিবিদ্যা হল, মানুষের নৈতিক জীবন সম্পর্কে দর্শনসম্মত আলোচনা।

প্রশ্নাবলী

- **রচনা-ভিত্তিক প্রশ্ন (Essay-type questions) :** (15 marks)

১। দর্শন কাকে বলে? আলোচনা কর।
(What is Philosophy? Discuss.)

২। দর্শন পাঠের আদৌ উপযোগিতা আছে কি? আলোচনা কর।
(Do you think that the study of Philosophy has any utility in our life? Discuss.)

৩। দর্শনের সংজ্ঞা দাও ও সংক্ষেপে তার বিষয়বস্তু আলোচনা কর।
(Define Philosophy and discuss its subject matter in brief.)

৪। অধিবিদ্যা কি? অধিবিদ্যার সঙ্গে দর্শনের সম্বন্ধ কীরূপ?
(What is Metaphysics? How is Metaphysics related to Philosophy?)

৫। জ্ঞানবিদ্যা কি? জ্ঞানবিদ্যার সঙ্গে দর্শনের সম্বন্ধ কীরূপ?
(What is Epistemology? How is Epistemology related to Philosophy?)

৬। অধিবিদ্যা কাকে বলে? অধিবিদ্যায় যেসব সমস্যা আলোচিত হয়, তাদের যে-কোন দুটির উল্লেখ ও ব্যাখ্যা কর।
(What is Metaphysics? State and explain any two problems discussed in Metaphysics.)

৭। অধিবিদ্যা কি সম্ভব? হিউম ও কান্টের উল্লেখ করে প্রশ্নটি আলোচনা কর।
(Is Metaphysics possible? Discuss this questions with reference to Hume and Kant.)

৮। দর্শনের অঙ্গারূপে যুক্তিবিদ্যার প্রকৃতি ব্যাখ্যা কর।
(Explain the nature of Logic as a branch of Philosophy.)

৯। দর্শনের অঙ্গারূপে নীতিবিদ্যার প্রকৃতি ব্যাখ্যা কর।
(Explain the nature of Ethics as a branch of Philosophy.)

১০। দর্শনের প্রধান শাখাগুলির নাম কর এবং দুটি শাখার আলোচ্য বিষয় সংক্ষেপে আলোচনা কর।
(Name the main branches of Philosophy and discuss briefly the subject-matter of any two.)

- **সংক্ষিপ্ত উত্তর-ভিত্তিক প্রশ্ন (Short answer-type questions) :** (5 marks)

১। অধিবিদ্যার সঙ্গে জ্ঞানবিদ্যার সম্বন্ধ কীরূপ তা ব্যাখ্যা কর।
(Explain how Metaphysics is related to Epistemology.)

২। দর্শন ও পরাবিদ্যা কি অভিন্ন?
(Is Philosophy and Metaphysics identical?)

৩। যুক্তিবিদ্যার সঙ্গে পরাবিদ্যা ও জ্ঞানবিদ্যা কিভাবে সম্পর্কিত তা ব্যাখ্যা কর।
(Explain how Logic is related to Metaphysics and Epistemology.)

৪। উদাহরণসহ বর্ণনাত্মক ও মূল্য-নিরূপক বাক্যের মধ্যে পার্থক্য দেখাও।
(Distinguish, with illustration, between descriptive statement and evaluative statement.)

৫। বিজ্ঞান ও দর্শনের মধ্যে মূল পার্থক্য দেখাও।
(Show the fundamental difference between science and philosophy.)

৬। বৈজ্ঞানিক আলোচনার পদ্ধতি কীরূপ? (What is the method of scientific discussion?)

৭। দর্শন আলোচনার পদ্ধতি উল্লেখ করো।
(Mention the method of philosophical discussion.)

৮। দর্শনের দৃষ্টিভঙ্গিকে 'সমন্বয়ী' বলা হয় কেন?
(Why is Philosophical standpoint called synthetic?)

৯। সত্তা ও অবভাসের পার্থক্য কি?
(Distinguish between appearance and reality?)

১০। দর্শনের জ্ঞান ও বিজ্ঞানের জ্ঞানের মধ্যে পার্থক্য কী?
(Distinguish between scientific knowledge and philosophical knowledge?)

- **অতিসংক্ষিপ্ত উত্তর-ভিত্তিক প্রশ্ন (Very short answer-type questions) :** (1 mark)

(ক) নিম্নোক্ত উক্তিগুলির সঙ্গে কোন্ দার্শনিক বা দর্শন সম্প্রদায়ের নাম যুক্ত তা বল :

১। বিস্ময়ই দর্শনের জনক।
২। দর্শন হল সকল বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের সমষ্টি।
৩। দর্শন হল জ্ঞান-বিজ্ঞান এবং তার সমালোচনা।
৪। দর্শন হল বিভিন্ন বিজ্ঞানের সমন্বয়।
৫। দর্শন হল ভাষার সমালোচনা।
৬। বিজ্ঞানের মূল প্রত্যয়গুলির বিচার-বিশ্লেষণই দর্শন।
৭। সারসত্তার জ্ঞানলাভ করাই হল দর্শনের লক্ষ্য।
৮। স্বনির্ভর সত্তার স্বরূপ অনুসন্ধানই দর্শন।

(খ) ১। Philosophy শব্দটি কোন্ কোন্ শব্দ থেকে উদ্ভূত হয়েছে?
২। অধিবিদ্যা সম্ভব নয়— কে বলেছেন?
৩। দর্শন কী?
৪। দর্শন কেন?
৫। 'Philos' গ্রিক শব্দটির অর্থ কী?
৬। 'Sophia' গ্রিক শব্দটির অর্থ কী?
৭। কোন্ প্রাচীন গ্রিক দার্শনিকের প্রতি সর্বপ্রথম 'Philosopher' শব্দটি আরোপ করা হয়?
৮। 'দর্শন মানুষের জীবনে আকস্মিক বা অলৌকিক নয়, দর্শন হল অনিবার্য ও স্বাভাবিক'— এ কথা কে বলেছেন?
৯। 'দর্শন-চিন্তার উৎস হল মানুষের জ্ঞানের প্রতি অনুরাগ', একথা কে বলেছেন ?
১০। দার্শনিক এয়ার-এর (Ayer) মতে দর্শনের লক্ষ্য কী?
১১। পাশ্চাত্যের philosophy-র সঙ্গে ভারতীয় 'দর্শনের' পার্থক্য কীরূপ?
১২। দর্শন জিজ্ঞাসা কি অহেতুক?
১৩। আধুনিককালে যে দার্শনিক 'সংশয়কে' দর্শন আলোচনার পদ্ধতি করেছেন তার নাম উল্লেখ করো।
১৪। 'দর্শন হল সকল বিজ্ঞানের সেরা বিজ্ঞান, বিভিন্ন বিজ্ঞানের সমন্বয়'— একথা কে বলেছেন?
১৫। 'আমি চিন্তা করি, অতএব আমি ভাবছি'— কার উক্তি?
১৬। মানবিদ্যা বা মূল্যবিদ্যার তিনটি উপবিভাগের উল্লেখ করো।
১৭। দর্শনের মুখ্য বিভাগগুলি কী কী?
১৮। মানবজীবনের তিনটি পরমাদর্শের উল্লেখ করো।
১৯। যুক্তিবিদ্যা কোন্ পরমাদর্শকে অনুসরণ করে।
২০। নীতিবিদ্যার পরমাদর্শ কী?
২১। নন্দনতত্ত্বের পরমাদর্শ কী?
২২। ইংরেজি Logic শব্দটির উৎসমূল কোন্ শব্দ?
২৩। Logic ইংরেজি শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ কী?
২৪। যুক্তিবিজ্ঞান কী প্রকার বিজ্ঞান—তথ্যনিষ্ঠ অথবা আদর্শনিষ্ঠ?
২৫। যুক্তিবিজ্ঞানের উদ্ভাবকের নাম উল্লেখ করো।
২৬। কোন্ দার্শনিক দর্শনকে যুক্তিবিজ্ঞানের একটি অংশরূপে গণ্য করেন ?
২৭। 'আধিবিদ্যক বচনমাত্রই অর্থহীন'— একথা কে বলেছেন?
২৮। দর্শন আমাদের ইন্দ্রিয়াতীত-সত্তার জ্ঞান দান করে— কে বলেছেন?

২৯। কোন্ দার্শনিক 'Metaphysics' শব্দটি উদ্ভাবন করেন?
৩০। 'দর্শন ও অধিবিদ্যা অভিন্ন'— কার অভিমত?
৩১। 'Epistemology' ইংরেজি শব্দটি কোন্ কোন্ গ্রিক শব্দ থেকে উদ্ভূত হয়েছে?
৩২। 'Epistemology' শব্দটির আক্ষরিক অর্থ কী তা উল্লেখ করো?
৩৩। এমন একজন দার্শনিকের নাম উল্লেখ করো যিনি দর্শন ও জ্ঞানবিদ্যাকে অভিন্নরূপে গণ্য করেছেন?
৩৪। 'দর্শনের কাজ হল বিজ্ঞানের মূল প্রত্যয়গুলির বিচার-বিশ্লেষণ—অতীন্দ্রিয় বস্তুরূপের অনুসন্ধান নয়', কার অভিমত?
৩৫। নীতিবিদ্যার আলোচ্য বিষয় কী?
৩৬। 'Ethics' শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ কী?
৩৭। 'Metaphysics' শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ কী?
৩৮। 'দর্শন হল নিত্য এবং অপরিহার্য বস্তুর স্বরূপ সম্পর্কীয় জ্ঞান'— একথা কে বলেছেন?
৩৯। দর্শনের দুটি শাখার উল্লেখ করো যাদের আদর্শনিষ্ঠ বিজ্ঞান বলা হয়।
৪০। একটি কাজের 'ভালোত্ব' বা 'মন্দত্ব' দর্শনের কোন্ শাখা বিচার করে ?
৪১। নীতিবিদ্যার আলোচ্য বিষয় কী?
৪২। সমাজদর্শনের মূল আলোচ্য বিষয় কী?
৪৩। যুক্তিবিজ্ঞানের মূল আলোচ্য বিষয় কী?
৪৪। 'দৃশ্যমান জগতের অন্তরালে সারসত্তার স্বরূপ কী?' এ প্রশ্ন দর্শনের কোন্ শাখার?
৪৫। দর্শনের কোন্ শাখা জ্ঞানের স্বরূপ ও সম্ভাব্য নিয়ে আলোচনা করে?
৪৬। 'Philosophy' শব্দটি কোন্ কোন্ শব্দ থেকে উদ্ভূত হয়েছে?
৪৭। অধিবিদ্যা কোন্ কোন্ বিষয় নিয়ে আলোচনা করে?
৪৮। 'Epistemology শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ কী?
৪৯। দার্শনিক জ্ঞান ও বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের মধ্যে পার্থক্য করো?
৫০। সমাজদর্শন কোন্ কোন্ বিষয় নিয়ে আলোচনা করে?
৫১। এয়ার-এর মতে দর্শনের কাজ কী?
৫২। দর্শন আলোচনার পদ্ধতি কী?
৫৩। পাশ্চাত্যের Philosophy-র সঙ্গে ভারতীয় দর্শনের পার্থক্য কীরূপ?
৫৪। দর্শন-জিজ্ঞাসা কি অহেতুক?
৫৫। যে শাস্ত্র পরম সত্তা নিয়ে আলোচনা করে তার নাম কি?
৫৬। 'Philosophy' শব্দটি কোন্ শব্দ থেকে উদ্ভূত হয়েছে?
৫৭। কোন্ দার্শনিক বিস্ময়কে দর্শনের জনক বলেছেন?
৫৮। জ্ঞানবিদ্যার সার্থক উদ্ভাবক ও প্রবর্তকের নাম কী?
৫৯। যুক্তিবিজ্ঞানের আদর্শ বা লক্ষ্য কী?
৬০। Metaphysics শব্দটির অর্থ কী?
৬১। জ্ঞানবিদ্যার মুখ্য আলোচ্য বিষয় কী কী?
৬২। যুক্তিবিদ্যার সংক্ষিপ্ত সংজ্ঞা দাও।
৬৩। আমাদের জীবনে তিনটি পরমাদর্শ কী কী?
৬৪। নন্দনতত্ত্বের লক্ষ্য কি?

• **বস্তুমুখী প্রশ্ন MCQ** (*Select the correct answer*) : (1 mark)

১। "সংশয় থেকেই দর্শনের উৎপত্তি", একথা বলেছেন—
(i) প্লেটো (ii) অ্যারিস্টটল
(iii) দেকার্ত (iv) স্পিনোজা।

২। দর্শনের পদ্ধতি হল—
(i) বিশুদ্ধ অভিজ্ঞতা (ii) বিশুদ্ধ বুদ্ধি
(iii) স্বজ্ঞা বা বোধি
(iv) অভিজ্ঞতা-বুদ্ধি-বিচার-বিশ্লেষণ।

৩। 'দর্শন হল বিজ্ঞানের মূল প্রত্যয়গুলির বিচার-বিশ্লেষণ', একথা বলেছেন—
(i) প্লেটো (ii) দেকার্ত
(iii) লাইবনিজ (iv) কোনোটিই নয়।

৪। দর্শন ও বিজ্ঞান উভয়ের লক্ষ্য হল—
(i) বস্তুস্বরূপের অনুসন্ধান (ii) বিষয়ের মূল্যায়ন
(iii) চিন্তার মূল সূত্র নিরূপণ(iv) সত্য অনুসন্ধান।

৫। 'দর্শন হল বিভিন্ন বিজ্ঞানের সমন্বয়', একথা বলেছেন—
(i) হাবার্ট স্পেন্সার (ii) হিউম
(iii) রাসেল (iv) এয়ার।

৬। 'দর্শনের কাজ হল, ভাষা-বিশ্লেষণের মাধ্যমে বাক্যের সঠিক অর্থ নিরূপণ করা', একথা বলেছেন —
(i) লক (ii) এয়ার
(iii) রাসেল (iv) কান্ট।

৭। 'বিস্ময়ই দর্শনের জনক', বলেছেন—
(i) সক্রেটিস (ii) অ্যারিস্টটল
(iii) প্লেটো (iv) দেকার্ত।

৮। 'প্রয়োজনবোধই হল দর্শন-চিন্তার উৎস', বলেছেন—
(i) সক্রেটিস (ii) প্লেটো
(iii) অ্যারিস্টটল (iv) কোনোটিই নয়।

৯। দর্শনের আলোচ্য বিষয় হল—
(i) মানুষের সমাজবদ্ধ জীবন
(ii) রাজনৈতিক আদর্শ
(iii) ঐচ্ছিক ক্রিয়া
(iv) সমগ্র মানব অভিজ্ঞতা।

১০। দর্শনের দৃষ্টিভঙ্গি হল—
(i) সমন্বয়ী (ii) খণ্ডিত
(iii) আভিজ্ঞতিক (iv) বিশ্লেষণাত্মক।

১১। দর্শনের যে শাখা যুক্তির বৈধতা নিয়ে আলোচনা করে তা হল—
(i) অধিবিদ্যা (ii) তর্কবিদ্যা
(iii) জ্ঞানবিদ্যা (iv) ধর্মদর্শন।

১২। অধিবিদ্যাকে 'প্রথম দর্শন' বলেছেন—
(i) প্লেটো (ii) অ্যারিস্টটল
(iii) কান্ট (iv) দেকার্ত।

১৩। 'দর্শন হল ভাষার সমালোচনা', একথা বলেছেন—
(i) কান্ট (ii) এয়ার
(iii) পলসন (iv) দেকার্ত।

১৪। 'দর্শন হল জ্ঞান সম্পর্কিত বিজ্ঞান ও তার সমালোচনা', একথা বলেছেন—
(i) দেকার্ত (ii) লক
(iii) প্লেটো (iv) কান্ট।

১৫। মানুষের আচার-আচরণ বা ব্যক্তির চরিত্র সম্বন্ধে বিজ্ঞান হল—
(i) যুক্তিবিজ্ঞান (ii) নীতিবিজ্ঞান
(iii) শিক্ষাবিজ্ঞান (iv) মনোবিজ্ঞান।

১৬। 'দর্শন অলৌকিক বা আকস্মিক কিছু নয়, দর্শন হল মানবজীবনে অবিনবার্য এবং স্বাভাবিক'— একথা বলেছেন
(i) হিউম (ii) পেরী (iii) এয়ার (iv) লক।

১৭। শাশ্বত সত্তার জ্ঞানলাভই দর্শনের লক্ষ্য— একথা বলেছেন—
(i) কান্ট (ii) দেকার্ত (iii) লক(iv) প্লেটো।

১৮। পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাসে 'Philosopher' অর্থাৎ 'জ্ঞানানুরাগী' শব্দটি যার প্রতি প্রথম প্রযুক্ত হয় তিনি হলেন—
(i) পিথাগোরাস (ii) প্লেটো
(iii) সক্রেটিস (iv) অ্যারিস্টটল।

১৯। 'আধুনিক পাশ্চাত্য দর্শনের জনক রূপে খ্যাত হলেন—
(i) হার্বার্ট স্পেনসার (ii) ডেভিড হিউম
(iii) দেকার্ত (iv) লাইবনিজ।

২০। 'Philosophy' শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হল—
(i) ধর্মের প্রতি অনুরাগ
(ii) অর্থের প্রতি অনুরাগ
(iii) জ্ঞানের প্রতি অনুরাগ
(iv) এদের কোনোটিই নয়।

২১। 'Philos' এই গ্রিক শব্দটির অর্থ হল—
(i) জ্ঞান (ii) অনুরাগ
(iii) বিদ্বেষ (iv) হৃদ্যতা।

২২। 'Sophia' এই গ্রিক শব্দটির অর্থ হল—
(i) ভয় (ii) ভাবনা
(iii) জ্ঞান (iv) ভালোবাসা।

২৩। 'দর্শন হল জ্ঞান সম্পর্কীয় বিজ্ঞান'— এই উক্তিটি করেছেন
(i) কান্ট (ii) এয়ার
(iii) ফিক্‌টে (iv) দেকার্ত।

২৪। বস্তুর বাহ্যরূপকে বলে—
(i) বস্তুস্বরূপ (ii) অমূল প্রত্যক্ষরূপ
(iii) অবভাসিত রূপ (iv) অধ্যাস।

২৫। অধিবিদ্যা-বিরোধী দার্শনিক হলেন—
(i) প্লেটো (ii) অ্যারিস্টটল
(iii) দেকার্ত (iv) হিউম।

২৬। নীতিবিদ্যার আলোচ্য বিষয় হল—
(i) প্রতিবর্ত ক্রিয়া (ii) ঐচ্ছিক ক্রিয়া
(iii) আকস্মিক ক্রিয়া (iv) স্বতঃসঞ্জাত ক্রিয়া।

২৭। মূল্যবিদ্যার একটি বিভাগ হল—
(i) নীতিবিদ্যা (ii) জ্ঞানবিদ্যা
(iii) অধিবিদ্যা (iv) প্রযুক্তিবিদ্যা।

২৮। সমাজদর্শন ও সমাজতত্ত্ব—
(i) অভিন্ন
(ii) ভিন্ন
(iii) পরস্পর বিরোধী
(iv) অংশত ভিন্ন ও অংশত অভিন্ন।

২৯। নীতিবিদ্যা—
(i) অধিবিদ্যার একটি শাখা
(ii) জ্ঞানবিদ্যার একটি শাখা
(iii) মানবিদ্যার শাখা
(iv) যুক্তিবিদ্যার সমার্থক।

৩০। মানবজীবনের পরম কল্যাণের আদর্শ নিরূপণ হল—
(i) বিজ্ঞানের লক্ষ্য (ii) অধিবিদ্যার লক্ষ্য
(iii) যুক্তিবিদ্যার লক্ষ্য (iv) নীতিবিদ্যার লক্ষ্য।

৩১। যুক্তিবিজ্ঞানের লক্ষ্য হল—
(i) যুক্তির বৈধতা প্রমাণ করা
(ii) অবভাসিক জগতের মিথ্যাত্ব প্রতিষ্ঠা করা
(iii) বস্তুস্বরূপের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করা
(iv) জ্ঞানের উৎস সন্ধান করা।

৩২। 'দৃশ্যমান জগতের অন্তরালে মূল সত্তা কী', এ-প্রশ্ন —
(i) অধিবিদ্যার (ii) জ্ঞানবিদ্যার
(iii) নীতিবিদ্যার (iv) যুক্তিবিদ্যার।

৩৩। দর্শনের পরিধি অপেক্ষা ব্যাপকতর পরিধি হল—
(i) অধিবিদ্যার (ii) জ্ঞানবিদ্যার
(iii) নীতিবিদ্যার (iv) কোনোটিই নয়।

৩৪। অধিবিদ্যা সম্ভব নয়, একথা বলেছেন—
(i) দেকার্ত (ii) স্পিনোজা
(iii) লক (iv) কান্ট।

৩৫। যুক্তিবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয় হল—
(i) জ্ঞান (ii) অনুমান
(iii) সমাজ (iv) পরমতত্ত্ব।

৩৬। বিজ্ঞানের লক্ষ্য হল—
(i) অনুরাগ (ii) অনুভব
(iii) জ্ঞানের প্রতি অনুরাগ (iv) সার্বিক জ্ঞান।

৩৭। চিন্তার বৈধতা নিয়ে আলোচনা করে—
(i) নীতিবিদ্যা (ii) যুক্তিবিজ্ঞান
(iii) সমাজদর্শন (iv) অধিবিদ্যা।

৩৮। সঠিক অর্থে, জ্ঞানবিদ্যার প্রবর্তক হলেন—
(i) অ্যারিস্টটল (ii) প্লেটো
(iii) হিউম (iv) কান্ট।

৩৯। যুক্তিবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয় হল—
(i) সত্যের স্বরূপ (ii) অবভাস
(iii) সামাজিক সম্পর্ক (iv) কোনোটিই নয়।

৪০। অধিবিদ্যার আলোচ্য বিষয় হল—
(i) জ্ঞান (ii) রাজনীতি
(iii) সমাজ (iv) পরমতত্ত্ব।

৪১। দর্শনের যে শাখা যুক্তির বৈধতা নিয়ে আলোচনা করে তা হল—
(i) অধিবিদ্যা (ii) তর্কবিদ্যা
(iii) জ্ঞানবিদ্যা (iv) ধর্মদর্শন।

৪২। অধিবিদ্যাকে দর্শনের সঙ্গে অভিন্ন মনে করেছেন—
(i) প্লেটো (ii) রাসেল
(iii) কান্ট (iv) দেকার্ত।

৪৩। বস্তুনিষ্ঠ বিজ্ঞান হল—
(i) নীতিবিজ্ঞান (ii) যুক্তিবিজ্ঞান
(iii) শিক্ষাবিজ্ঞান (iv) মনোবিজ্ঞান।

৪৪। আদর্শনিষ্ঠ বিজ্ঞান হল—
(i) পদার্থবিদ্যা (ii) নীতিবিজ্ঞান
(iii) শিক্ষাবিজ্ঞান (iv) মনোবিজ্ঞান।

৪৫। 'দর্শন হল সম্পূর্ণ ঐক্যবদ্ধ জ্ঞান' একথা বলেছেন—
(i) দেকার্ত (ii) লক
(iii) প্লেটো (iv) হার্বার্ট স্পেনসার।

৪৬। 'অধিবিদ্যা অর্থহীন' বলেছেন—
(i) এয়ার (ii) হিউম
(iii) কান্ট (iv) দেকার্ত।

৪৭। বস্তুসত্তা নিয়ে আলোচনা করে—
(i) জ্ঞানবিদ্যা (ii) অধিবিদ্যা
(iii) নীতিবিদ্যা (iv) যুক্তিবিদ্যা।

৪৮। বিজ্ঞানের পদ্ধতি হল—
(i) ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতা
(ii) স্বজ্ঞা
(iii) আপ্তবাক্য
(iv) অভিজ্ঞতা বুদ্ধি-বিচার-বিশ্লেষণ ও আরোহী পদ্ধতি।

৪৯। বিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গি হল—
(i) সামগ্রিক (ii) খণ্ডিত
(iii) ব্যাবহারিক (iv) এদের কোনোটিই নয়।

৫০। কোন্ দার্শনিকের মতে অধিবিদ্যা ও দর্শন অভিন্ন ?
(i) লক্, (ii) কান্ট, (iii) হিউম, (iv) প্লেটো।

৫১। কোন্ দার্শনিকের মতে, 'দর্শন হল বিশুদ্ধ সত্তার জ্ঞান'—
(i) সক্রেটিস (ii) অ্যারিস্টটল
(iii) দেকার্ত (iv) লাইবনিজ।

৫২। নীতিবিদ্যা হল—
(i) অপবিজ্ঞান
(ii) বস্তুনিষ্ঠ বিজ্ঞান
(iii) আদর্শনিষ্ঠ বিজ্ঞান
(iv) এদের কোনোটিই নয়।

৫৩। যুক্তিবিদ্যার আদর্শ হল
(i) সত্য (ii) শিব
(iii) সুন্দর (iv) এদের কোনোটিই নয়।

৫৪। কোন্ শাস্ত্রের আদর্শ হল সুন্দর—
(i) মনোবিজ্ঞান (ii) নীতিবিজ্ঞান
(iii) কান্তিবিজ্ঞান (iv) যুক্তিবিজ্ঞান।

৫৫। বস্তুস্বরূপের অনুসন্ধান করে যে বিদ্যা তা হল—
(i) নীতিবিদ্যা (ii) তর্কবিদ্যা
(iii) জ্ঞানবিদ্যা (iv) অধিবিদ্যা।

৫৬। 'দর্শনের কাজ হল বিজ্ঞানের মূল প্রত্যয়গুলিকে বিচার বিশ্লেষণ'— একথা বলেছেন—
(i) কান্ট (ii) হিউম
(iii) প্লেটো (iv) রাসেল।

৫৭। দর্শনের আলোচ্য বিষয় হল—
(i) খণ্ডিত
(ii) অনির্দিষ্ট
(iii) নির্দিষ্ট
(iv) কোনোটিই নয়।

৫৮। —— হল চিন্তা সম্বন্ধীয় বিজ্ঞান
(i) জ্ঞানবিদ্যা (ii) অধিবিদ্যা
(iii) যুক্তিবিদ্যা (iv) নীতিবিদ্যা।

৫৯। 'বিশ্বজগৎ হল পরমসত্তার প্রকাশ'— একথা বলেছেন—
(i) প্লেটো (ii) লক
(iii) দেকার্ত (iv) হেগেল।

৬০। চিন্তা সম্বন্ধীয় বিজ্ঞান হল—
(i) জ্ঞানবিদ্যা (ii) অধিবিদ্যা
(iii) যুক্তিবিদ্যা (iv) নীতিবিদ্যা।

উত্তর সংকেত :

১ (iii)	২ (iv)	৩ (iv)	৪ (iv)	৫ (i)	৬ (ii)	৭ (iii)	৮ (iv)	৯ (iv)
১০ (i)	১১ (ii)	১২ (ii)	১৩ (ii)	১৪ (iv)	১৫ (ii)	১৬ (ii)	১৭ (iv)	১৮ (i)
১৯ (iii)	২০ (iii)	২১ (ii)	২২ (iii)	২৩ (iii)	২৪ (iii)	২৫ (iv)	২৬ (ii)	২৭ (i)
২৮ (iv)	২৯ (iii)	৩০ (iv)	৩১ (i)	৩২ (i)	৩৩ (iv)	৩৪ (iv)	৩৫ (ii)	৩৬ (iv)
৩৭ (ii)	৩৮ (iv)	৩৯ (iv)	৪০ (iv)	৪১ (ii)	৪২ (ii)	৪৩ (iv)	৪৪ (ii)	৪৫ (iv)
৪৬ (i)	৪৭ (ii)	৪৮ (iv)	৪৯ (ii)	৫০ (iv)	৫১ (ii)	৫২ (iii)	৫৩ (i)	৫৪ (iii)
৫৫ (iv)	৫৬ (iv)	৫৭ (ii)	৫৮ (iii)	৫৯ (iv)	৬০ (iii)			